ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 July, 2023 ■ আগরতলা ২৮ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১১শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধনপুরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা রক্তের নমুনা নিচ্ছে মেডিকেল টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সিপাহীজলা জেলার কাঠালিয়া ব্লকের ধনপুর এলাকায় বেশ কিছু মানুষ জ্বর মাথা ব্যাথা শরীর ব্যথা নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি রয়েছেন। সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্র এই খবর জানা গেছে। তবে ডেঙ্গু কিনা এ নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সরকারিভাবে কোন কিছুই জানানো হয়নি। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে নারাজ। যদিও তিনি বহি রাজ্যে রয়েছে।

একইভাবে সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তিনিও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তবে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে গত ২৫ জুলাই স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে চারজনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ধনপুর এলাকায় রয়েছেন। তারা গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই রেপিড রেসপন্সরি টিমে রয়েছেন ডক্টর পরিমল সরকার এসোসিয়েট প্রফেসর আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজ, রয়েছেন ডক্টর তাপস ঘোষ শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, এছাড়া রয়েছেন ডক্টর তরঙ্গ রিয়াং কমিউনিটি মেডিসিন আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজ, অপরজন হলেন আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর শিবব্রত ভট্টাচার্য।

তাঁরা আগামী সাতদিন ওই এলাকায় অবস্থান করবেন। মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে গত ২৫ জুলাই জ্বর মাথা ব্যথা শরীর ব্যথা নিয়ে ১৪ জন ধনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি হন। তাদের শরীরে রক্তের নমুনা পাঠানো হয়েছে আগরতলা সরকার মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে। সূত্রের খবর তাদের চার ধরনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। ম্যালেরিয়া ,টাইফয়ড ,কোভিড, এবং ডেঙ্গু। হাসপাতাল সূত্রের খবর তাদের শরীরে নাকি ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গেছে। তবে এ বিষয়ে কেউই মুখ খুলতে নারাজ। প্রশ্ন উঠছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের হুমকির প্রতিবাদে কৈলাসহরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। বিএসএফ জওয়ানদের হুমকির মুখে পড়তে হল কৈলাশহর মহকুমার বোলাপাশা এলাকার মহিলাদের। এর প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধে নামে স্থানীয়রা। প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেয় তারা। এলাকাবাসীর বক্তব্য, মঙ্গলবার রাতে কৈলাশহর মহকুমার বোলাপাশা এলাকায় দুই নম্বর ওয়ার্ডে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশি চোরের দল হানা দেয় এপারে।

বাংলাদেশি চোরেরা নিয়ে যায় গরু বাইসাইকেল সহ প্রায় ৫০ হাজার টাকার সামগ্রী। স্থানীয়রা সীমান্তে বিএসএফের জোয়ানদের টহলদারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ জওয়ানদের কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই এ ধরনের ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কর্মকর্তাদের সাথে প্রদ্যোতের নেতৃত্বে মথার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। তিপরা মথার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মার নেতৃত্বে গ্রেটার তিপরাল্যান্ড দাবির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এ কে মিশ্রের সাথে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এদিন প্রদ্যোত বলেন, তিপরা মথার নেতারা একটি সাংবিধানিক সমাধানের জন্য দিল্লিতে এসেছেন।

দিল্লি সফরের কালে তিপরা মথার প্রতিনিধিরা কেবল এ কে মিশ্রের সাথেই নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসের কর্মকর্তাদের সাথেও আলোচনা করেছেন। এদিকে, ত্রিপুরায় বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি-র নেতৃবৃন্দও মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়ার নেতৃত্বে এ কে মিশ্রের তিপরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

এদিনের বৈঠকের পর এক টুইটের মাধ্যমে প্রদ্যোত চরম স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, গত কয়েক মাস ধরে সামাজিক মাধ্যমে সমস্ত সমালোচনার জবাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিক এবং এ কে মিশ্রের সাথে বৈঠকের পর মিলেছে। তিনি ত্রিপুরার জনজাতিদের সমস্যা নিরসনে গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের দাবির সাংবিধানিক সমাধান খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতিতে অবিচল ছিলেন।

এদিন তিনি অনেকটাই আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবং ব্যক্তিগত কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও, জনগণের কল্যাণের ভাবনায় অটুট রয়েছেন। অতীতে যাঁরা তাঁকে উপহাস এবং সন্দেহ করেছিলেন তাঁদের বোধোদয় হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। প্রদ্যোতের দাবি, জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তাঁর ভালবাসা এবং প্রতিশ্রুতি অবিচল রয়েছে।

মণিপুর ইস্যুতে আগরতলা শহরে মিছিল তিপরা মথার মহিলা সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। হিংসাদীর্ণ মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘুরানো এবং গণধর্ষণের ঘটনায় বৃহস্পতিবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই ঘটনা ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ। এরই মধ্যে মনিপুরের অশান্তির ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার তিপরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে এক মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মথার মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব মণিপুরের হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারত সরকার ও মণিপুর সরকারের উদ্দেশ্যে দাবি জানায় অবিলম্বে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। তারাই এদিন দাবি করেন কেন্দ্র এবং মনিপুর রাজ্যে বিজেপি ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকার পরেও এই ধরনের ঘটনা গত তিন মাসে বন্ধ করতে না পারা এক প্রকার ভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। এডিজি বিএসএফ (ইস্টার্ন কমান্ড) সোনালী মিশ্র আজ ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি সৈন্যদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

এদিন সোনালী মিশ্র প্রথমে বিএসএফ ক্যাম্পাস ফটিকছড়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে বিএসএফ ৪২ নম্বর ব্যাটালিয়ানের কমান্ডেন্ট রাজীব বৎসরাজ স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁকে এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিরাজমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং চোরাচালান তৎপরতা দমন ও আইন বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিএসএফ জওয়ানরা যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আজ মোহনপুরে বিওপি---তে একটি সৈনিক সম্মেলনে অংশ নেন এবং সীমান্তে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জগুলি মূল্যায়ন করতে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে দায়িত্ব পালনকারী সীমান্তরক্ষীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

এদিন তিনি সীমান্ত রক্ষায় সীমান্তরক্ষীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং উতর্গের প্রশংসা করেছেন। সাথে সীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্তদানের চেয়ে বড় উপহার আর কিছুই হতে পারে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। মানুষ মানুষের জন্য, তা রাজ্যের মানুষ সবসময় প্রমাণ করে আসছেন। মানুষের প্রয়োজনে ও তাদের সমস্যা সমাধানে রাজ্যের মানুষ সবসময় এগিয়ে আসেন। রক্তদানের মাধ্যমেও তা প্রমাণিত। অ

াজ আগরতলা পুর নিগমের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে আগরতলা পৌর কর্মচারি সংঘ আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান। সমস্ত দানের উর্ধে হচ্ছে রক্তদান। একজন ব্যক্তি রক্তদানের মাধ্যমে শুধু একজন নয়, ৪ জন উপক'ত হন। তাই রক্তদানের চেয়ে বড় উপহার আর কিছুই হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুদিনের সফরে কাল হিংসাজর্জর মণিপুর যাবেন 'ইন্ডিয়া' জোটের সাংসদদের টিম

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.) ।। দুদিনের সফর সূচি নিয়ে আগামী ২৯ জুলাই হিংসাজর্জর মণিপুর যাবেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স' (আইএনডিআইএ বা ইন্ডিয়া) জোটের সাংসদরা। তাঁরা মণিপুর গিয়ে রাজ্যের চলমান হিংসার খোঁজখবর নেবেন। থাকবেন ৩০ জুলাই পর্যন্ত। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও তীব্র করে তোলার জন্য এই পদক্ষেপ 'ইন্ডিয়া' জোট-শরিকরা নিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তাঁদের মণিপুর সফর সম্পর্কে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী জানান, মণিপুরে গত প্রায় ৮২-৮৩ দিন ধরে যে জাতিসংঘর্ষ চলছে তার অবসান চায় 'ইন্ডিয়া'। মণিপুরের ওপর প্রধানমন্ত্রী মোদীর কী বক্তব্য তা শুনতে তাঁরা আগ্রহী। লোকসভায় এসে প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতেই হবে। তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর পলাতক অবস্থানের বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া' অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে। লোকসভার স্পিকার তাঁদের আবেদন গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে তাঁরা হিংসাজর্জর মণিপুরে গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে চান। তাই তাঁরা আগামী ২৯ তারিখ মণিপুর যাবেন। সেখানে গিয়ে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, পীড়িত প্রমুখদের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতির খোঁজ নেবেন 'ইন্ডিয়া'র শরিক সাংসদরা। অধীররঞ্জন বলেন, কিছুদিন আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মণিপুর গিয়ে পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে এসেছেন। তিনি পীড়িত ও বাস্তুহারাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন। পরিস্থিতি খুবই খারাপ, বলেন তিনি।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে উদ্ধার নলুয়ার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ জুলাই।। ত্রিপুরার যুবকের মৃতদেহ বাংলাদেশে উদ্ধার হয়েছে। মৃতের ভাই তাঁকে শনাক্ত করেছে। আগামীকাল শুক্রবার ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় নিলুয়া এলাকার বাসিন্দা সাধন বৈদ্যের ছেলে আশীষ বৈদ্যের (৪৫) মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিলোনিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, পেশায় সাইকেল মেকানিক্স আশীষ বৈদ্য গতকাল বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় বাংলাদেশের ফেনী জেলায় ছাগলনাইয়া যশপুর এলাকায় একটি মৃতদেহ পরে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বিজিবি-কে বিএসএফের পক্ষ জানানো হয়। এরপরই দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ওই মৃতদেহ নিয়ে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে বসে।

ওই বৈঠকে ভারতের পক্ষে বিএসএফ কমান্ডার রাকেশ ঠাকুর ও বিজিবির যশপুর কমান্ডার সুবেদার হাসিবুর রহমান, ছাগলনাইয়া থানার ওসি সুদ্বীপ রায়, রিশুম আউট পোস্ট-ফাঁড়ি থানা ইনচার্জ চাকলা জামাদিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়, মৃতদেহ বাংলাদেশের অংশে উদ্ধার হওয়ায় স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হোক। সে মোতাবেক বিজিবি ছাগলনাইয়া থানায় খবর পাঠায় এবং পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বিলোনিয়া থানার পুলিশ আরও জানিয়েছে, মৃতের ভাই ভুট্ট বৈদ্য মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন। আগামীকাল ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নিলুয়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কারণ, আশীষ বাংলাদেশে কিভাবে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে কি তিনি আত্মহত্যা করেছেন, নাকি তাঁকে খুন করে দেহ বাংলাদেশে ছুড়ে ফেলা হয়েছে, এমন অনেক প্রশ্নই পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। অবশ্য, এখনো পর্যন্ত মৃতের পরিবারের সদস্যদের কোন বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। তাঁদের মনে কি সন্দেহ দানা বেঁধেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

পরকীয়ার জেরে ধর্মনগরে আটক পুরুষ ও মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ধর্মনগর চন্দ্রপুর এলাকায় সাতসকালে এক মহিলা তার স্বামীকে অপর মহিলার সাথে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই নাকি সম্পর্ক চলছে।

বাপ্পা শব্দকরের আবার দুই সন্তান আছে। তিনি যে মহিলার সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি পেশায় শিক্ষিকা। স্থানীয় লোকজন এদিন বাপ্পাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। শিক্ষিকাকেও আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশ এসে তাদের থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনগণের তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়।

উল্টোরথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নয়জনের মৃত্যুর ঘটনার মেজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের দাবী জানাল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে নয়জনের মৃত্যুর ঘটনার মেজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করার দাবি সহ মোট আট দফা দাবিতে ঊনকোটি জেলা শাসকের কাছে স্বারকলিপি দিল সি.পি.আই.এম ঊনকোটি জেলা কমিটি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পার্টির জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী-সহ ৫ জনের প্রতিনিধিদল জেলা শাসক তরিৎ কান্তি চাকমার হাতে স্বারকলিপি তোলে দেন। প্রতিনিধি দলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্মা, জেলা কমিটির নেতৃত্ব কান্তিলাল দেব,মিন্টু চন্দ্র দাস ও চুমকি চক্রবর্তী। জেলাশাসকের কাছে স্মারক লিপি জমা দেওয়ায় পরে পার্টির জেলাদপ্তরে এক সংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয় ডেপুটেশন প্রদানকারীরা। সাংবাদিক জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন যে, বিগত ২৮ জুন বিকেলে কুমারঘাটে উলটো রথের দিনে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ৯ জনের মৃত্যু হয়।

ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হলেও তদন্তের কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই এই তদন্তের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবী জানাচ্ছে পার্টির জেলাকমিটি। একই সাথে ঘটনায় যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারের একজনের সরকারি চাকুরি ও আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যাবস্থা করার দাবী জানানো হয়।দ্বিতীয়ত, ঊনকোটি জেলায় নটিংছড়া, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভেজাল খাদ্যসামগ্রী তেলিয়ামুড়া বাজারে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া বাজারে মহকুমা প্রশাসন এবং পৌর পরিষদের যৌথ অভিযান। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের অধীন খাদ্য দপ্তর সহ তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এক যৌথ অভিযান সংঘটিত করে তেলিয়ামুড়া বাজারে।

এদিনের এই অভিযানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া বাজারের যেসব দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ভেজাল খাদ্য সামগ্রী এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য সামগ্রী বানিয়ে যে সকল ব্যবসায়ীরা বিক্রি করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদেরকে জরিমানা করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন। সেই সঙ্গে এদিন মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৌরশক্তি উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। সৌরশক্তি উৎপাদনে বিশেষ জোর দিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। মাত্র পাঁচ বছরে ত্রিপুরা সরকার অফগ্রিড এবং অনগ্রিড মিলে মোট ১২ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছে। যা পূর্বতন সরকারের আমল থেকে দ্বিগুণ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। আজ ত্রিপুরা এনার্জি ভিশন ২০৩০ রোডম্যাপ অনুষ্ঠানে জোর গলায় একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন রতন লাল নাথ বলেন, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ও একাধিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে ত্রিপুরায় কতটুকু বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে সেই নিয়েই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদি তিনটি স্তরে ভাগ করে এই রোডম্যাপ নির্ধারিত হয়েছে। জার্মান উন্নয়ন সংস্থাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মূলত আগামী দিনে বিদ্যুৎ নিয়ে কী কী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তার রোডম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে ত্রিপুরায় মাত্র ৬ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু রাজ্যে বর্তমান সরকার ছয় বছরে অফগ্রিড এবং অনগ্রিড মিলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থা বিজেপি সরকার ধূলিসাৎ করে দিয়েছে ঃ টিএসইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। বিগত ২৫ বছরে বাম আমলে ত্রিপুরায় যে শিক্ষার অগ্রগতি বয়ে এসেছিল তা মাত্র ছয় বছরে বিজেপি সরকার ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে টিএসইউ---র পক্ষ থেকে বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এদিন সংগঠনের জনৈক নেতা দাবি করেন, ত্রিপুরায় বাম সরকার থাকাকালীন ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে শিক্ষার জন্য ২১.২৩ শতাংশ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কমে দাড়িয়েছে ১৮.৪৮ শতাংশ। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে শিক্ষা খাতে মাত্র ১৭.৮৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার ও এডিসি প্রসাশন যৌথভাবে টিটিএএডিসি—তে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেহাল দশায় পরিণত করেছে। টিটিএএডিসি—র অধীনে মোট ১০৩৬টি বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু ৫০ শতাংশ বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। তাছাড়া, ১০৭টি বিদ্যালয় মাত্র একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়নি এবং অধিকাংশ বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। তাহলে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের জন্য ৫০০কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলে তা কোথায় খরচ হয়েছে, প্রশ্ন তুলেন তিনি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৮৫ ▫ ২৮ জুলাই ২০২৩ইং ▫১১ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শিল্পপতিদের হাতে যাইবে বনভূমি !

মণিপুর ইস্যুতে হট্টগোলের মাঝেই লোকসভায় নতুন বন সংরক্ষণ সংশোধনী বিল পাশ করাইয়া নিল মোদি সরকার। কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই বুধবার বিলটি পাশ হইয়া যায় লোকসভায়। বিতর্কিত এই বিলটি আইনে পরিণত হইলে অরণ্যের অধিকার খর্ব হইবে বলিয়া অভিযোগ বিরোধীদের।১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, বনভূমি এলাকায় কোনও ধরনের প্রকল্পের কাজ করা যাইবে না। সেই আইন সংশোধন করিয়া 'জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রকল্প ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্পের'ক্ষেত্রে বনভূমিকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া দিল কেন্দ্র। এর ফলে বড় বড় শিল্পপতিরা চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক এবং ইকো-ট্যুরিজম বা জাতীয় স্বার্থের কোনও প্রকল্পের নামে অনায়াসে বনভূমিকে ব্যবহার করিতে পারিবেন। অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের উৎখাতও করিতে পারিবেন।১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, বনভূমি এলাকায় কোনও ধরনের প্রকল্পের কাজ করা যাইবে না। সেই আইন সংশোধন করিয়া 'জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রকল্প ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্পের'ক্ষেত্রে বনভূমিকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া দিল কেন্দ্র। এর ফলে বড় বড় শিল্পপতিরা চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক এবং ইকো-ট্যুরিজম বা জাতীয় স্বার্থের কোনও প্রকল্পের নামে অনায়াসে বনভূমিকে ব্যবহার করিতে পারিবেন। অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের উৎখাতও করিতে পারিবেন।জনজাতিদের স্বার্থে ইউপিএ আমলে 'অরণ্যের অধিকার আইন'পাশ করানো হইয়াছিল। যে আইন অনুযায়ী মন্ত্রকের অনুমতি ব্যতীত কোনও প্রকল্পেই বনভূমি ব্যবহার করা যাইত না। নতুন সংশোধনী পাশ করাইয়া সীমান্ত এলাকা থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বনভূমিকে কার্যত এই আইনের আওতা থেকে বাহির করিয়া দিল বিজেপি সরকার। নতুন আইন অনুযায়ী জাতীয় সুরক্ষার প্রকল্প, রাস্তা তৈরি বা রেললাইন তৈরির জন্য কোনও অনুমতি ছাড়াই সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বনভূমিকে ব্যবহার করা যাইবে। এর ফলে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন হইবে বলিয়া দাবি বিরোধীদের।বিরোধীরা বলিয়াছেন, মোদি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার বনভূমি পাইয়ে দিতেই এই আইন পাশ করানো হইয়াছে। এর আগেও বিলটি লোকসভায় পেশ করিয়াছিল কেন্দ্র। তবে সেইবার সেটা পাঠানো হয় সিলেক্ট কমিটিতে। মণিপুর ইস্যু নিয়া বিক্ষোভের মধ্যে এবার কার্যত বিনা বাধায় একপেশেভাবে এই বিল পাশ করাইয়া নিল মোদি সরকার। আখেরে তাতে লাভ হইবে শিল্পপতিদেরই। বনাঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

অশোক গেহলটকে কটাক্ষ মোদীর, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনা প্রধানমন্ত্রীর

সিকার, ২৭ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কটাক্ষের সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ, তাঁর পায়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও সেই অসুবিধার কারণে আসতে পারেননি। তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে গেহলট টুইটে দাবি করেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী, আপনি রাজস্থানে আসছেন। পিএমও অনুষ্ঠান ইভেন্ট থেকে আমার ৩ মিনিটের বক্তৃতা সরিয়ে দিয়েছে। তাই বক্তৃতার মাধ্যমে আপনাকে স্বাগত জানাতে পারব না। তাই এই টুইটের মাধ্যমে আমি আপনাকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রীর দফতর অবশ্য এ বিষয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে জবাবও দিয়েছে।' পিএমও জানিয়েছে, 'প্রোটোকল অনুসারে, আপনাকে যথাযথভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং আপনার বক্তৃতাও স্লট করা হয়েছে। কিন্তু, আপনার অফিস বলেছে আপনি যোগ দিতে পারবেন না।'

তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা সুপ্রিম কোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশই দিয়েছে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ থাকলে এফআইআর দায়ের করা যাবে। সে ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি নিতে হবে না। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন শুভেন্দু। এ নিয়ে শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

হাই কোর্টের নির্দেশের পরই শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। গত ২৫ জুলাই প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থানায়। পঞ্চায়েত ভোটের দিন মোহনপুর থানার রামপুরা এলাকায় ব্যালট বাক্স পুকুরে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এফআইআরে দাবি করা হয়েছে, ওই ঘটনায় নন্দীগ্রামের বিধায়কের প্ররোচনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, ভোটের আগে বিভিন্ন সভা থেকে শাসকদলের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। তাঁকে বলতে শোনা যায় পঞ্চায়েত ভোটে অনিয়ম দেখলে ভোটবাক্স জলে ফেলে দিন। পরেও তিনি বলেছেন, "আমি তো বলে দিয়েছিলাম, যেখানে যেখানে ছাপ্পা ভোট হবে, সেখানে ব্যালট বাক্স নিয়ে পুকুরে ফেলে দেবে!"

জনৈক সুমন সিংহের দায়ের করা এক জনস্বার্থ মামলায় গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেন। তাতে জানানো হয়, রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠলে তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ। সে ক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ করবে প্রশাসন।

ওই দুই বিচারপতি আরও জানান, অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হলে পুলিশ এফআইআর দায়ের করতে পারবে। তবে গ্রেফতার বা কড়া পদক্ষেপ করার আগে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। চার সপ্তাহ পরে আবার ওই মামলার শুনানি। হাই কোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন শুভেন্দু। বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। আগামী ৪ অগস্ট ওই মামলার শুনানি রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে তোপ আমিত মালব্যর

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহার-কাণ্ডে তোপ দাগলেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। বৃহস্পতিবার তিনি এই ব্যাপারে একটি টুইট করেছেন।

অমিতবাবু লিখেছেন, "পাঁচলা, ডোমজুর, মালদা, বুরওয়ান এবং এখন কোচবিহার গতকাল, কোচবিহারের কালজানির বাসিন্দা একটি ১৪ বছর বয়সী মেয়ে মারা যায়। ক্ষমতাসীন টিএমসির পাঁচজন লোক ১৮ই জুলাই তাকে অপহরণ করে এবং ৪৮ ঘন্টা নির্দয়ভাবে তাকে ধর্ষণ করে।

তাকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও জীবন যুদ্ধে হেরে যান। পুলিশ এবং টিএমসির স্থানীয় জেলা সভাপতি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করার জন্য পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব।কোচবিহারের তুফানগঞ্জে আর একজন আদিবাসী মেয়েকে তার মুসলিম প্রতিবেশী বন্দী, মাদকাসক্ত করে ধর্ষণ করেছে। আবার ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা তাকে কোনও অভিযোগ না করার জন্য হুমকি দিচ্ছে। মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি অনিবার্য হয়ে ওঠে, স্থানীয় টিএমসি নেতারা তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেয়নি। সে এখন জীবনের জন্য লড়াই করছে।

শিশুকে কোন গল্প শোনাবেন ?

শ্যামল আতিক

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়।

প্রায় সব শিশুই গল্প পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই নানি—দাদি অথবা প্রিয়জনদের কাছ থেকে গল্প শুনতে চায়। কখনো ভূতের গল্প, ধর্মীয় মহাপুরুষদের কাহিনি, লোকায়ত গল্প, পূর্বপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা, ঠাকুরমার ঝুলি, ঈশপের গল্প, আরব্য রজনীর গল্প ইত্যাদি আরও কত কি? কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, শিশুর মানসিক বিকাশে গল্পের প্রভাব কতখানি? এই প্রভাব কি ইতিবাচক না নেতিবাচক?

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়। প্রতিটি গল্প শিশুর মনে ভিন্ন ভিন্ন কল্পচিত্র তৈরি করে, মস্তিষ্কে নিউরাল সংযোগায়ন বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া নতুন নতুন শব্দ ও উপমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, যা তার ভাষাজ্ঞান এবং শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

গল্প শোনার সময় শিশু তার কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে। গল্পের প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি চরিত্র শিশু তার আপন মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করে। এমন অনেক বিষয়ও কল্পনা করে, যা শিশু চোখেও দেখেনি। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি শাণিত হয়, ভাবনার জগৎটা প্রসারিত হয়।

পূর্বসূরিদের জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে গল্প বললে, এটা তাকে অতীত সম্পর্কে কল্পনা করতে সাহায্য করে। শিশু হয়তো ভাবতে পারে, আজ থেকে ৩০ বছর আগে মোবাইল ফোন ছাড়া কীভাবে মানুষ যোগাযোগ করত। এটা তার কাছে অসম্ভবই মনে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, ওই সময়ে মোবাইল ফোন ছাড়াও মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন বিপদ বা মৃত্যুসংবাদ কীভাবে আপনজনকে জানানো হতো, কেউ বিদেশে গেলে কীভাবে যোগাযোগ করত? এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন গল্প বলবেন, তা শিশুর কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে শাণিত করবে।

শিশুকে যদি মহামানব ও সফল মানুষদের গল্প শোনান, তার মধ্যেও বড় কিছু করার স্বপ্ন জাগ্রত হতে পারে। বিখ্যাত মানুষজন সফলতার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেটা যখন শিশু জানবে, তখন সে—ও ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের নানা কৌশল রপ্ত করতে শিখবে। সফল মানুষজন কীভাবে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছেন, তা যদি শিশুর জানা থাকে, তাহলে শিশুও প্রতিকূলতা মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় রপ্ত করতে শিখবে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পর্দার আড়াল থেকে চালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলি সঞ্চারিত করা সম্ভব। ধরুন, শিশুকে মীনা ও রাজুর গল্প শোনাচ্ছেন। মীনা ও রাজু প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে ঘরের কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা করে, উঠান পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন রাখে, গাছ লাগায়, অন্যকে সহযোগিতা করে ইত্যাদি। বারবার যদি এ ধরনের গল্প শোনাতে পারেন, কিছুদিন পরে আপনার শিশুর মধ্যেও এই গুণগুলো দেখতে পাবেন।

ধর্মীয় গল্প ও ঈশপের গল্প শোনালে নৈতিকতা জাগ্রত হবে, সাহসী মানুষের গল্প শোনালে শিশুর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হবে, বিজ্ঞানীদের গল্প শোনালে আবিষ্কারের ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে? দানবীর ও মহান মানুষদের গল্প শোনালে মানবিকতা জাগ্রত হবে; রূপকথার গল্প শোনালে কল্পনাশক্তি শাণিত হবে; পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানলে শিশুর আত্মধারণা সমৃদ্ধ হবে এবং সফলতার গল্প শোনালে শিশুও বড় কিছু হতে চাইবে। অর্থাৎ গল্প বলার মাধ্যমে আপনি শিশুর মধ্যে অনেক ভালো গুণ সঞ্চারিত করতে পারবেন।

এই সুযোগটিকে যদি কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে চমৎকার কিছু ফল পাবেন। গল্পের মাধ্যমে আদবকায়দা, নৈতিক শিক্ষা, করণীয়—বর্জনীয়, দায়িত্ববোধ, এমনকি পড়াশোনাও শেখাতে পারবেন। শিশুরা যেহেতু গল্প এবং খেলাধুলা পছন্দ করে, তাই উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে খেলাধুলা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের অনেক কিছু শেখানো হয়।

তবে গল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্প থেকে শিশু কতটা উপকৃত হবে, তা মূলত নির্ভর করে গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর। বিষয়বস্তু ইতিবাচক হলে, শিশুর মননে তা ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করবে। বিষয়বস্তু নেতিবাচক হলে, শিশুর মানসিক গঠনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তবে গল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্প থেকে শিশু কতটা উপকৃত হবে, তা মূলত নির্ভর করে গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর। বিষয়বস্তু ইতিবাচক হলে, শিশুর মননে তা ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করবে। বিষয়বস্তু নেতিবাচক হলে, শিশুর মানসিক গঠনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অনেক মা জিন- ভূত- ডাকাত- বাঘের গল্প শুনিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো বা খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। অথবা নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য শিশুদের ভয়ের গল্প শোনান। মা---বাবা নিজেরাও জানেন না তারা কত বড় ক্ষতি করছেন। ভূতের গল্প বললে শিশু ভূতের অবয়ব কল্পনা করে এবং একে বাস্তব বলে মনে করে। ক্রমাগত ভয়ভীতির গল্প শুনতে শুনতে শিশুর মনের অবচেতনে ভয়ের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। শিশু বড় হলেও এই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে না। জিন-ভূত না দেখলেও গভীর রাতে ভূতের ভয় পায়, শরীর অবশ হয়ে যায়।

কল্পনাশক্তির বিকাশে রূপকথার গল্পের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এর ক্ষতিকর দিকও আছে। বিশেষ করে কন্যাশিশুরা রূপকথার গল্প থেকে মনের অজান্তেই পরনির্ভরশীলতার বার্তা পায়। অধিকাংশ রূপকথার গল্পগুলোর কাহিনি মোটামুটি এ রকমরাজকুমারীকে ডাইনি বা দুষ্ট লোক ধরে নিয়ে কোথাও বন্দী করে রেখেছে। রাজকুমারী অনেক কষ্টে দিন অতিবাহিত করছে। একদিন সুদর্শন এক রাজকুমার এসে তাকে এই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করল। এরপর তারা বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

এ ধরনের গল্প শুনতে শুনতে কন্যাশিশুদের অবচেতন মনে কাল্পনিক রাজকুমারের (সুপুরুষের) প্রতি একধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। কন্যাশিশুর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে একদিন তার জন্যও কোনো এক সুপুরুষ আসবে, যাবতীয় দুঃখ—কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে, এরপর সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। এই কন্যাশিশুরা বড় হলেও জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রাজকুমারের অপেক্ষায় থাকে, যা অধিকাংশ সময়েই বাস্তবতাবিবর্জিত।

রূপকথার গল্পের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, খুব বেশি রূপকথার গল্প শুনলে শিশু ফ্যান্টাসিতে আসক্ত হয়ে বাস্তবতাবিবর্জিত হতে পারে। যে শিশুদের বাস্তব জগতের (অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের) সঙ্গে যোগাযোগ কম থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বেশি ঘটে। বাস্তব জগতের সঙ্গে মিশতে দিলে শিশু বুঝতে পারে, কোনটি বাস্তব কল্পনা, কোনটি অলীক কল্পনা।

ধর্মীয় গল্পের ব্যাপারেও কিছু সতর্কতা আছে। মহাপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গল্প শুনলে নিঃসন্দেহে শিশুরা উপকৃত হবে, আলোকিত হবে। তবে এটাও ঠিক, মহাপুরুষ বা ধর্মের নাম দিয়ে এমন অনেক গুজব বা বানোয়াট গল্প আছে, যার সত্যতা ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মের ভেতরেও নেই। এ ধরনের গল্প শিশুকে না শোনানোই ভালো। কারণ, তা শিশুর যুক্তিশীল সত্তাটিকে ধ্বংস করতে পারে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পর্দার আড়াল থেকে চালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার জয়গান করেই গল্পের ইতি টানবেন। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট বা বাস্তবতা যা—ই হোক না কেন, গল্পে আপনি ইতিবাচক দিকটিই তুলে ধরবেন। সমাজের নেতিবাচক বাস্তবতা শিশু বড় হয়ে জানবেই, কিন্তু গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হলে তা শিশুর ব্যক্তিজীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।

শিশুদের জন্য যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদেরও এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবেগল্পে যেন ইতিবাচকতার জয়গান থাকে। এখানে প্রকাশকের দায়িত্বও কম নয়। গল্পের বই কেনার সময় মা-বাবাকেও এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

হিলিয়ামের সাতকাহন

কাজী আকাশ

বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরে যে তিনটি মৌল তৈরি হয়েছিল, তার একটি হিলিয়াম। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই এর উৎপত্তি। এখানে হিলিয়াম মানে, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। পর্যায় সারণির দ্বিতীয় মৌল। ভরের দিক থেকে হাইড্রোজেনের পরেই এর অবস্থান। বলা বাহুল্য, হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা মৌল। দ্বিতীয়তে থাকা হিলিয়াম বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন নিষ্ক্রিয় গ্যাস। মোট সাতটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে এটিই সবচেয়ে হালকা।

মহাবিস্ফোরণের পরে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রায় তিন লাখ ৮০ হাজার বছর পরে ইলেকট্রনগুলো বাঁধা পড়তে শুরু করে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে। এ সময় প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে কিছু হিলিয়াম পরমাণুও তৈরি হয়। অর্থাৎ ইলেকট্রন ঘুরতে শুরু করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের চারপাশে। তবে এরপর হাইড্রোজেন থেকেও তৈরি হতে থাকে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নক্ষত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হয় এ মৌল।

উৎপত্তির মতোই, হিলিয়াম আবিষ্কারের কাহিনিটিও বেশ চমকপ্রদ। এক সময় মানুষ বিশ্বাস করত, নক্ষত্র কী দিয়ে তৈরি, তা আমরা কখনোই জানতে পারব না। ১৮৩৫ সালে ফরাসি দার্শনিক আগস্টে কেঁতে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা কখনোই নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন জানতে পারব না।' কেঁতে ভেবেছিলেন, নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন জানতে হলে কোনো নক্ষত্রকে ধরে ঢুকিয়ে দিতে হবে পৃথিবীর কোনো গবেষণাগারে। অথবা যেতে হবে সেই নক্ষত্রে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। তাই এর পরিচিতি জানাও অসম্ভব। তবে কেঁতেকে ভুল প্রমাণ করে আমরা আজ নক্ষত্রের পরিচয় জানি। জানি তাদের বুকে ঘটে চলা নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার কথা। মানুষ আবিষ্কার করেছে নক্ষত্রের গাঠনিক উপাদান মৌল শনাক্ত করার পদ্ধতি।

একনজরে হিলিয়াম ঃ ১৮১৪ সালের কথা। জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রনহফার প্রিজমের সাহায্যে সূর্যের আলোকে সাত রঙে বিভক্ত করেন। বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের আবিষ্কৃত এ পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি সফলতা পান। ফ্রনহফার প্রিজম ব্যবহার করে সূর্যের আলোয় কিছু কালো রেখা লক্ষ্য করেন। এটাই ছিল কোনো নক্ষত্রের বর্ণালির প্রথম পর্যবেক্ষণ।

হাইড্রোজেনের সাতকাহন ঃ ১৮৫৯ বা ৬০ সালের মধ্যে জার্মান বিজ্ঞানী গুস্তাভ কার্শফ এবং রবার্ট বুনসেন বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন, ফ্রাউনহফারের দেখা কালো রেখাগুলো কোনো পদার্থের ছাপের মতো। ১৮৬০ সালে এই দুই বিজ্ঞানী নীল বর্ণালি রেখা থেকে সিজিয়াম আবিষ্কার করেন। পরের বছর ১৮৬১ সালে লাল বর্ণালি রেখা থেকে আবিষ্কার করেন রুবিডিয়াম। একই বছর ব্রিটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম ক্রুকস একটি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণালি রেখা পর্যবেক্ষণ করে থ্যালিয়াম আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী কার্শফ এবং বুনসেন সূর্যের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে লোহার উপস্থিতি আছে। পরে আমরা জানতে পারি, তাঁদের এই আবিষ্কার হিলিয়াম খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়েরে জ্যানসেনউইকিপিডিয়া ঃ ১৮৬৮ সালের ১৮ আগস্ট। ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়েরে জ্যানসেন একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণের অপেক্ষায় ছিলেন। এজন্য তিনি ভারতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তাঁর আর তর সইছিল না। সূর্যগ্রহণের আগেই পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন সূর্যের করোনা অঞ্চল। তখন তিনি যে গ্যাসগুলোর বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করেন, তার মধ্যে একটি হলুদ রেখা দেখতে পান। এই হলুদ রেখাটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল ১৮ দশমিক ১৮৬৮ ন্যানোমিটার। তবে তিনি এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উৎস শনাক্ত করতে পারেননি।

এর দুই মাস পরে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ নরম্যান লকইয়ার লন্ডনে তাঁর নিজস্ব স্পেকট্রোস্কোপ বা বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করেন। লকইয়ার ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল নেচার-এর প্রথম সম্পাদক। তিনিও পিয়েরে জ্যানসেনের দেখা হলুদ রেখাটি দেখতে পান। এ সময় তিনি আরেক ব্রিটিশ রসায়নবিদ এডওয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করছিলেন। লকইয়ার হলুদ রেখাটি সম্পর্কে জানান এডওয়ার্ডকে। তাঁরা দুজনে হলুদ রেখাটি নিয়ে আলোচনা করেন। রেখাটি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনার কথা ভাবেন। এটা যে একটা নতুন মৌল হতে পারে, সে বিষয়েও ভেবেছিলেন এ দুই বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি সে আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেননি।

নরম্যান লকইয়ারউইকিপিডিয়া ঃ বিশ্ববাসীকে এ ব্যাপারে না জানালেও নামকরণ করতে ভোলেননি লকইয়ার। হিলিয়াম গ্রিক শব্দ। সূর্যের গ্রিক নাম হেলিওস থেকে তিনি এ মৌলটির এমন নাম দেন। কারণ মৌলটি পৃথিবীতে আদৌ আছে বলে তখনো জানা ছিল না। এর অস্তিত্ব তখনো শুধু সূর্যের বুকে।

পৃথিবীতে হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয় আরও কয়েক বছর পরে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির তথ্য অনুসারে, ইতালীয় পদার্থবিদ লুইস পালমিরি ১৮৮২ সালে মাউন্ট ভিসুভিয়াস থেকে নির্গত গ্যাসের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপেন ৫৮৭ দশমিক ৪৯ ন্যানোমিটার। পৃথিবীতে হিলিয়াম শনাক্তের এটাই প্রথম রেকর্ড। কিন্তু তখনও হিলিয়ামের উপস্থিতি কেউ নিশ্চিত করতে পারেননি। এজন্য ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

রাজকীয় মৌল হিলিয়াম ঃ স্কটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম রামসে ১৮৯৫ সালে হিলিয়াম আলাদা করেন। তখন সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। ওই বছরই রামসে আর্গন আবিষ্কার করেছিলেন। এটিই ছিল প্রথম আবিষ্কৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই আবিষ্কারের পেছনে আরেকটু রহস্য আছে। হিলিয়াম আলাদা করার বছরখানেক আগে রামসে জার্মান পদার্থবিদ ইউলিয়াম হিলব্রান্ডের একটি গবেষণাপত্র পড়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি জানতে পারেন, ইউরেনিয়ামের আকরিকের সঙ্গে অ্যাসিড মেশালে ইউরেনাইট উৎপন্ন হয়। একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় একটি গ্যাসও। হিলব্রান্ড ভেবেছিলেন, গ্যাসটি আসলে নাইট্রোজেন। তবে আমরা এখন জানি, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সময় ইউরেনিয়াম থেকে হিলিয়াম নির্গত হয়। এ কথা তখনকার বিজ্ঞানীরা জানতেন না। আরও অনেক পরে জানা গেছে। ১৮৯৬ সালে হেনরি বেকেরেলের কাজ প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল না।

যাইহোক, রামসের কথায় ফিরি। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিলব্রান্ডের দেখা গ্যাসটি হয়তো আর্গন। তিনি আরেকটি ইউরেনিয়ামের আকরিক 'ক্লেভাইট' ব্যবহার করে আবারও পরীক্ষাটি করেন। এ সময় তিনি একটি গ্যাস পান। সেটা সংগ্রহ করে রাখেন আরও গবেষণার জন্য। বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে ওই গ্যাস নিয়ে তিনি দেখতে পান, নাইট্রোজেন ও আর্গনের পাশাপাশি আরও একটি মৌলের চিহ্ন রয়েছে এতে। প্রায় তিন যুগ আগে পাওয়া নরম্যান লকইয়ারের সেই হলুদ রেখাটি। তখন তিনি ধারণা করেন, গ্যাসটি হয়তো হিলিয়াম।

উইলিয়াম রামসেউইকিপিডিয়া ঃ রামসে জানতেন, উইলিয়াম ক্রুকস ও নরম্যান লকইয়ারের কাছে তাঁর চেয়েও ভালো বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র আছে। রামসে তাঁদের কাছে ওই গ্যাসের কিছু নমুনা পাঠান আবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত নমুনাটি ভালো ছিল না। ফলে লকইয়ার পরীক্ষা করে ইউরেনাইটের একটি নমুনা পেয়েছিলেন মাত্র। তবে রামসে হাল ছেড়ে দেননি। আবার পরীক্ষা করেন। বারবার পরীক্ষা করেও তিনি দেখেন, নাইট্রোজেন ও আর্গনের পাশাপাশি আরেকটি মৌলের চিহ্ন এতে আসলেই আছে। তিনি বুঝতে পারেন, এটাই হিলিয়াম। একই বছর সুইডিশ বিজ্ঞানী পার টিওডর ক্লিভ ও আব্রাহাম ল্যাংলেট আলাদাভাবে হিলিয়ামের পারমাণবিক ভর বের করেন। তখন সবার কাছে এই গ্যাসটি পরিচিতি পায়। জায়গা মেলে পর্যায় সারণিতে।

আগেই বলেছি, পারমাণবিক ভরের হিসেবে হিলিয়াম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হালকা গ্যাস। হাইড্রোজেনের তুলনায় প্রায় চার গুণ ভারী। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ মাত্র ০.০০০৫ শতাংশ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে হিলিয়াম আছে, তা প্রথম জানা যায় ১৯০৩ সালে।

মহাবিশ্বের সমস্ত হিলিয়াম হারিয়ে গেলে কী হতো? ঃ সাধারণত গ্যাস হিসেবেই পাওয়া যায় হিলিয়াম। তবে তাপমাত্রা কমালে কঠিন বা তরলেও পরিণত হতে পারে। এর স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক অন্য যেকোনো মৌলের চেয়ে কম। তাপমাত্রা মাইনাস ২৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে পরিণত হয় সুপার ফ্লুইডে। তখন এর ওপর ঘর্ষণ বল আর কাজ করে না। হিলিয়াম অতিপরিবাহী হয়ে যায়। ফলে এর মধ্য দিয়ে তাপ বা বিদ্যুৎ চলতে কোনো বাধা পায় না।

হিলিয়াম বিষাক্ত নয়। এটি পরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায়ও দ্বিপরমাণুক অণু গঠন করতে পারে। অর্থাৎ এর অণুতে হিলিয়ামের দুটি পরমাণু একসঙ্গে থাকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সাধারণ চাপ ও তাপে অল্প কিছু বিক্রিয়ায় অংশ নিলেও হিলিয়ামের সে বালাই নেই। অনেক বছর ধরে হিলিয়াম ফ্লোরাইড বানানোর চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে হিলিয়ামকে আয়নিত করলে বা চাপ প্রয়োগ করলে যৌগ গঠন করে। যেমন উচ্চ চাপে ডাইসোডিয়াম হ্যালাইড যৌগ গঠন করে। এবার হিলিয়ামের ব্যবহার সম্পর্কে একটু জানা যাক। হিলিয়াম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এমআরআই মেশিনে। এ যন্ত্রটিকে সব সময় ঠান্ডা রাখতে হয়। সেজন্য ব্যবহার করা হয় মাইনাস ২৬৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার হিলিয়াম। এ মৌলটি না থাকলে এমআরআই মেশিনে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটত। এ ছাড়া বেলুনে হিলিয়াম ভরে বাতাসে ওড়ানো যায়। হাইড্রোজেন দিয়েও এ কাজ চালানো যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। তাই এটি বেলুনে বেশি ব্যবহৃত হয় না। এর বদলে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়। তবে হাইড্রোজেনের তুলনায় হিলিয়ামের দাম বেশি। রকেটের জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহৃত হয় তরল হিলিয়াম। ডুবুরিদের সিলিন্ডারেও অক্সিজেনের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। পানির তলায় মূল সমস্যা হলো নিঃশ্বাস নেওয়া। এ জন্য ডুবুরিরা সিলিন্ডারে করে বাতাস নিয়ে যান। বাতাসে ২১ শতাংশ অক্সিজেন, বাকি প্রায় পুরোটা নাইট্রোজেন। অক্সিজেনের চেয়ে এর পরিমাণ বেড়ে গেলে সমস্যা হয়। আবার সিলিন্ডারে শুধু অক্সিজেন নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তখন শ্বসনপ্রক্রিয়া অনেক বেড়ে যাবে। নাইট্রোজেনের বদলে অন্য কোনো ছোট অণুর গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা দেহের ভেতরে ঢুকে কোনো বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। সেজন্যই এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় হিলিয়াম।

২০১১ সালে এক পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে অ্যান্টিহিলিয়াম। অর্থাৎ, হিলিয়ামের প্রতিকণা। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিকণাকে পেতে প্রায় আলোর গতিতে আয়নিত স্বর্ণকণাদের সংঘর্ষ ঘটাতে হয়। ফলে বেরিয়ে আসে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কণা। তার মধ্যেই পাওয়া গেছে হিলিয়ামের প্রতিকণা। ভবিষ্যতে হয়তো হিলিয়াম নিয়ে আরও নানারকম গবেষণা হবে। তখন হয়তো আরও বেড়ে যাবে হিলিয়ামের ব্যবহার।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাস্তায় হিংসা সমাপ্ত হয়েছে, সূচনা শান্তির যুগের : মনোজ সিনহা

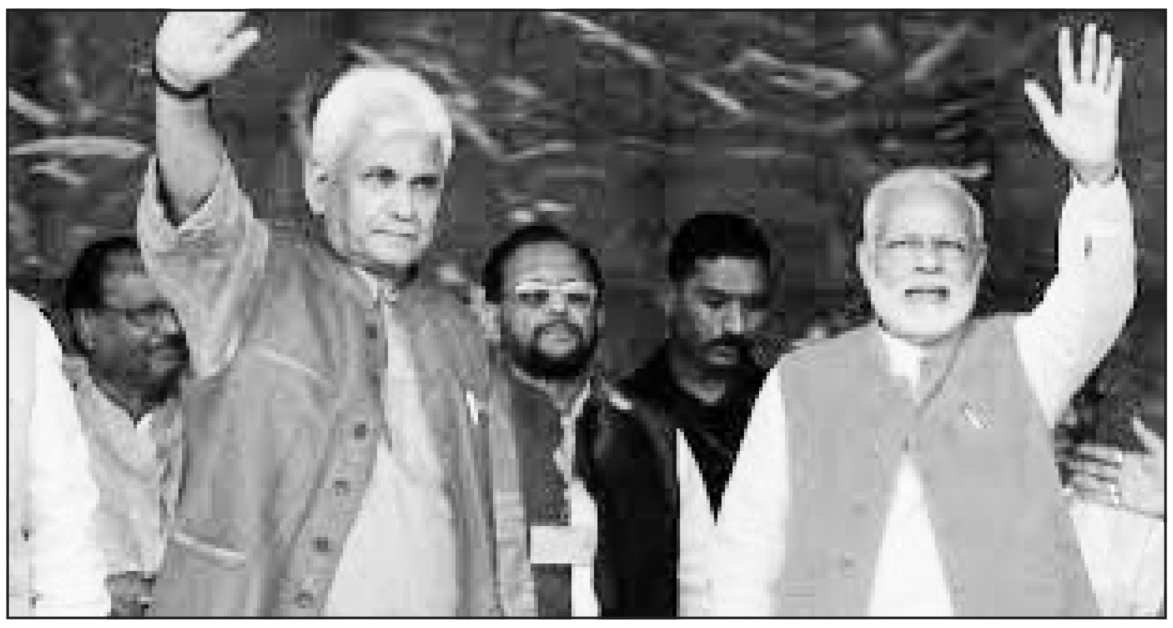

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাস্তায় হিংসার শেষ হয়েছে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শান্তির যুগ শুরু হয়েছে। এই মন্তব্য করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, এমন কিছু উপাদান রয়েছে যারা প্রায়শই কাশ্মীরে ধর্মঘটের ডাক দেয়, যার ফলে ব্যবসা এবং শিক্ষার সুযোগ নষ্ট হয়। শ্রীনগরে সুফিবাদের উপর একটি সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে রাস্তার হিংসার অবসান হয়েছে। রাস্তার হিংসার জন্য যারা দায়ী ছিল তাদের আর দেখা যায় না। আমি বুঝতে পারছি, তারা কিছু মানুষের দ্বারা শিকার হয়েছিল।'

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৩ দশকের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে বৃহস্পতিবার, এদিন সকালে শ্রীনগরের ঐতিহাসিক রুটে প্রদক্ষিণ করে মহরমের শোভাযাত্রা। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, দুই ঘন্টার জন্য মহরমের শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় শ্রীনগরের প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রদক্ষিণ করে মহরমের শোভাযাত্রা।

সফল মহরম যাত্রা প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, কাশ্মীর শুধুমাত্র নিজস্ব সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, একাধিক সংস্কৃতি এবং সুফিবাদের জন্য পরিচিত। 'উপত্যকা সুফিদের ভূমি এবং সুফিবাদের কেন্দ্র, আমি বলব যদি ইসলাম দুধ হয়, তাহলে হিন্দু ধর্ম হল চিনি। সবার সাথে সমান আচরণ করাই আসল সুফিবাদ এবং সুফিবাদের বার্তা''।

মণিপুর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বড় প্রচারে নামছে তৃণমূল

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : মণিপুরের ঘটনার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে যুব তৃণমূল। সেই লক্ষ্যে পদপাত্রা হবে বৃহস্পতিবার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মণিপুরের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজ্যের প্রতি জেলায় ব্লক ধরে ধরে জেলা যুব তৃণমূলের তরফে পথে নামবেন দলীয় নেতা-কর্মীরা।

কলকাতায় সেই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেবেন যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। এ ছাড়া, ৩০ জুলাই কলকাতায় একটি প্রতিবাদ মিছিল বেরোবে। ওই দিন যুব তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা মোমবাতি হাতে পথে নামবেন। মিছিলের পর হবে প্রতিবাদ সভাও।

প্রসঙ্গত, বুধবার মণিপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতায় মিছিল হয়েছে। মহিলা তৃণমূলের তরফে সেই মিছিল হয় গড়িয়াহাট থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত। তার পর সেখানেই অবস্থানে বসেছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। নেতৃত্বে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। মিছিলে হেঁটেছেন বেহালা পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, মহিলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়দর্শিনী হাকিম প্রমুখ।

যুব তৃণমূল জানিয়েছে, বিজেপি শাসিত মণিপুরে তিন মাস ধরে যে অশান্তি চলছে তার প্রতিবাদে মিছিল হবে। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যটিতে মহিলাদের উপর নিয়মিত অত্যাচার, বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা এবং এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরবতাকেও কাঠগড়ায় তুলেছে তৃণমূল।

কেন্দ্রের আবেদন মেনে নিল সুপ্রিম কোর্ট, ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি ইডি-র ডিরেক্টর থাকছেন এস কে মিশ্র

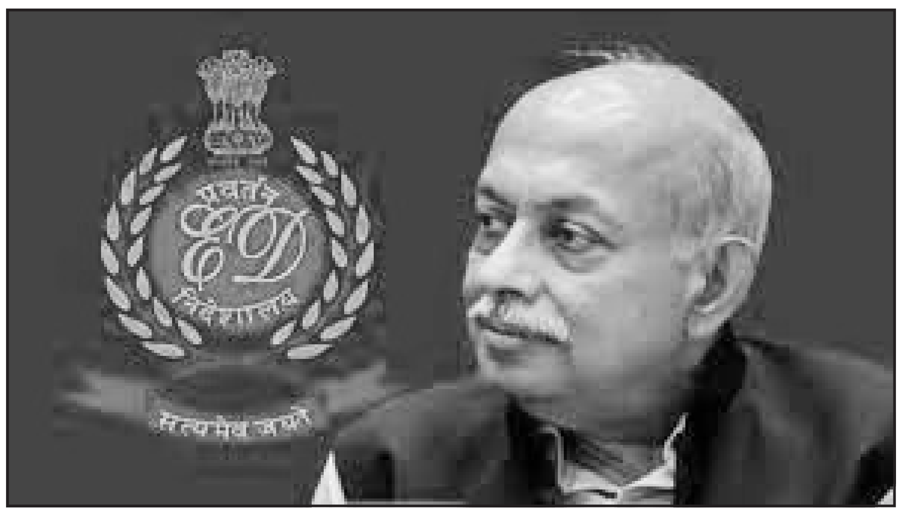

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন মেনে নিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র ডিরেক্টর পদে থাকছেন এস কে মিশ্র। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট এস কে মিশ্রকে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইডি-র ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-এর ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে বুধবারই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এ বিষয়ে শুনানি হয় বৃহস্পতিবার।

এর আগে গত ১১ জুলাই প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-এর ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধিকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। যদিও, শীর্ষ আদালত ওই দিন জানায়, আগামী ৩১ জুলাই অবধি ইডি-র শীর্ষ পদে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন সঞ্জয়। সুপ্রিম কোর্টের আগের রায় অনুযায়ী, ইডি-র ডিরেক্টর হিসেবে এস কে মিশ্রর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল আগামী ৩১ জুলাই। তার আগে বুধবার ইডি-র ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার। আর বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট এস কে মিশ্রকে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইডি-র ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই বিষয়ে আর কোনও মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করা যাবে না।

তিন সন্তানকে মেরে ফেলার অভিযোগ, অবশেষে গ্রেফতার বাবা

পুরুলিয়া, ২৭ জুলাই (হি. স.) : মদ্যপ অবস্থায় চার সন্তানকে মেঝেতে ফেলে বেধড়ক পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার বেশ ক'দিন পর অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত বাবা প্রভাস মাহাতো।

পুরুলিয়ার টামনা থানার ডিগশিলি গ্রামের বাসিন্দা প্রভাস মাহাতো পেশায় দিনমজুর। মদ্যপ অবস্থায় নিত্যদিন তাঁর সঙ্গে বচসা হত তাঁর স্ত্রী-র। গত শুক্রবার রাত্রিবেলাও একই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, ঘর থেকে চ্যালা কাঠ নিয়ে স্ত্রীকেই প্রথমে মারধর শুরু করেছিলেন প্রভাস।

কোনওমতে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকতে গিয়েছিলেন প্রভাসের স্ত্রী। অভিযোগ, সেই সময়ই চার সন্তানকে বেধড়ক পেটান প্রভাস। সূত্রের খবর, বুধবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া জেলা পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেফতার করে।

স্ত্রী তৃণমূল কাউন্সিলর, স্বামীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : স্ত্রী বনগাঁ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বন্দনা দাস কীর্তনিয়া। অভিযুক্ত স্বামী শিক্ষক অমিতাভ দাস। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সহকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং আপত্তিকর আচরণ করেন। এর প্রতিবাদে বনগাঁর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের হল।

বৃহস্পতিবার স্কুলের শিক্ষকরা দলবদ্ধ ভাবে বনগাঁ থানায় এসে সহশিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তের স্ত্রী তৃণমূল কাউন্সিলর।

বনগাঁ কুমুদিনী গার্লস স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষকদের অভিযোগ, অমিতাভ দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের সহ শিক্ষক, শিক্ষিকাদের নানা রকম হুমকি দিচ্ছেন। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে প্রার্থনা চলাকালীন ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সামনেই সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে তেড়ে যান অমিতাভ।

এর পরেই শিক্ষক, শিক্ষিকারা নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে অমিতাভের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দাবিতে বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হন। কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা মলিনা শিকদারের অভিযোগ, অমিতাভ স্কুলে নিয়মিত ক্লাস করান না। তিনি বলেন, ''স্ত্রী জনপ্রতিনিধি। সেই কারণ দেখিয়ে অমিতাভ সঠিক সময়ে স্কুলেও

স্লোগান ও হইহট্টগোলে পন্ড সংসদের কাজকর্ম, দিনের মতো মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন

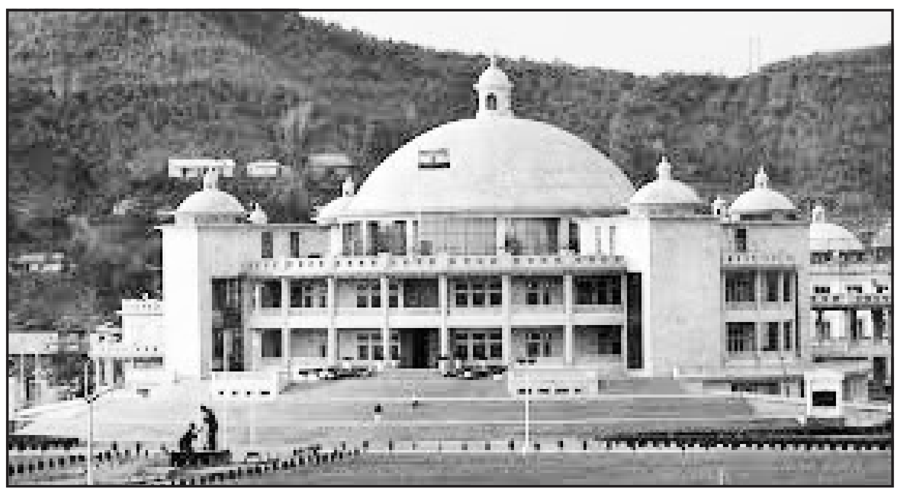

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না সংসদে। মণিপুর ইস্যুতে বৃহস্পতিবারও উত্তাল হল সংসদের নিম্নকক্ষ, এদিনও মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবিতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। স্লোগান ও হইহট্টগোলের মধ্যেই দফায় দফায় মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভার অধিবেশন। বিকেল তিনটের পর অধিবেশন শুরুু হলেও, স্লোগান ও হইহট্টগোলে পন্ড হয় সদনের কাজকর্ম। আর তাই দিনের মতো মুলতুবি দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। রাজ্যসভার অধিবেশনও এদিন বারবার মুলতুবি হয়েছে।

বাদল অধিবেশনের ষষ্ঠ দিনে মণিপুরকাণ্ড নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ দেখল সংসদ। মণিপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে কালো পোশাক পরে বৃহস্পতিবার সংসদে আসেন বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদেরা।রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বৃহত্তম বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, তৃণমূলের দুই কক্ষের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন বিরোধী সাংসদেরা এই প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার। ডিএমকের টিআর বালুর মতো কয়েক জন বিরোধী সাংসদ সাধারণ পোশাক পরে এলেও প্রতিবাদ জানাতে পরেছিলেন কালো রঙের 'আর্ম ব্যান্ড'। অধিবেশন শুরুর আগে গান্ধীমূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। মণিপুরকাণ্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে স্লোগান তোলেন।

সেনেগালে বাস উল্টে মৃত্যু ২৩ জনের

ডাকার (সেনেগাল), ২৭ জুলাই (হি.স.) : সেনেগালে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন। বুধবার দেশটির উত্তরাঞ্চলে একটি মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দেশটির প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সাল জানিয়েছেন বুধবার উত্তর সেনেগালে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৩ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি নিউনে সার এলাকার মহাসড়কে ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি অবস্থিত লোগা শহরের ডেপুটি মেয়র মাদজিগুয়েন গুয়ে সানকারে বলেছেন, একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। এতে প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে। লোগা শহরের ডেপুটি মেয়র মাদজিগুয়েন গুয়ে সানকারে সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে গেছে। তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় আহতদের লুগার হাসপাতালে এবং নিহতদের বিভিন্ন মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে গোদাবরীর জলস্তর, তেলেঙ্গানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ চন্দ্রশেখরের

হায়দরাবাদ, ২৭ জুলাই (হি.স.): ভারী ও একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে জলস্তর বাড়ছে গোদাবরী নদীর, গোদাবরী নদীর জল বৃহস্পতিবারই কূল চাপিয়ে রাস্তায় চলে এসেছে। বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হায়দরাবাদেও। ভারী ও প্রাকৃতিক এই দুর্য্যোগের প্রেক্ষিতে তেলেঙ্গানায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সবিতা ইন্দ্র রেড্ডিকে রাজ্যে অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল (২৮ জুলাই) সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হায়দরাবাদে অবিরাম বৃষ্টির কারণে শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার দুর্ভোগের শিকার হন সাধারণ মানুষ। রাস্তায় ধীরে ধীরে চলাচল করে যানবাহন। অবিরাম বৃষ্টির কারণে মুলুগুতে ১৬৩ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর একটি সেতুর একটি অংশের উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। তেলেঙ্গানায় অবিরাম বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় ভদ্রাচলমে গোদাবরীর জলস্তর বাড়ছে।

ভদ্রাদ্রি কোঠাগুদেম জেলা কালেক্টর প্রিয়াঙ্কা আলা বলেছেন, '...প্রায় ২৭টি কলোনি ও গ্রাম খালি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৯০টি পরিবারের ২,৩২১ জন সদস্যকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেছি এবং গত রাত থেকে তা অব্যাহত রয়েছে।

নারী নির্যাতন থেকে নির্বাচনে হিংসা, মমতার উপস্থিতিতেই অধিবেশন

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : বিধানসভায় বিজেপির আনা জোড়া মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল রাজ্যের নারী নির্যাতনের অভিযোগে। আরেকটি মুলতুবি প্রস্তাব আনা হয়েছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা নিয়ে। দুটি প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন স্পিকার। দুটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য এক ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই হচ্ছে আলোচনা।

স্পিকার এভাবে মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ করায় বিজেপি বিধায়করাও খানিকটা অবাক। এই মুলতুবি প্রস্তাব গৃহীত হবে সেটা একেবারেই ভাবেনি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। গেরুয়া শিবিরের ধারণা ছিল, বিচারাধীন বিষয় বলে এই দুটি মুলতুবি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কৌশল ছিল, সরকার যদি বিচারাধীন বিষয় বলে রাজ্যের ভোট হিংসা এবং নারী নির্যাতন নিয়ে আলোচনা করতে না চায়, তাহলে বিধানসভায় 'অস্বস্তিকর' মণিপুর ইস্যু নিয়ে তারাও আলোচনায় অংশ নেবেন না।

কিন্তু স্পিকার ভোট হিংসা এবং রাজ্যের নারী নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনায় রাজি হয়ে যাওয়ায় শুভেন্দুদের সেই কৌশল মাঠে মারা গেল। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুলতুবি প্রস্তাব দুটি নিয়ে আলোচনা হবে। মুলতবি প্রস্তাবে বিরোধীদের তরফে বক্তব্য রাখবেন শুভেন্দু অধিকারী, নিখিলরঞ্জন দে ও দিবাকর ঘরামি।

অসুস্থতায় জামিনের আর্জি 'কালীঘাটের কাকু'র, মেডিক্যাল রিপোর্ট চাইল আদালত

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : এসএসসি-র নিয়োগ মামলায় জামিন চাইলেন ইডির হাতে ধৃত, বর্তমানে জেল হেফাজতে থাকা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'। তাঁর আইনজীবী সেলিম রহমান জানিয়েছেন, সুজয়কৃষ্ণের ধমনীতে তিনটি 'ব্লকেজ' ধরা পড়েছে। 'বাইপাস সার্জারি' করা হতে পারে তাঁর।

গত ১৭ জুলাই প্যারোলের মেয়াদ শেষের পর সুজয়কৃষ্ণকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফেরানো হয়। কিন্তু জেলে ফিরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই দিনই তাঁকে ভর্তি করানো হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এখনও পর্যন্ত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। এই অবস্থায় সুজয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থা কী, বৃহস্পতিবারের মধ্যে তা হৃদ্যন্ত্রে সমস্যার কথা জানিয়ে প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছে কলকাতার নগর দায়রা আদালত।

কিছুকাল আগে সুজয়বাবুকে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পরে পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য প্যারোলের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে মুক্তির পাশাপাশি 'কালীঘাটের কাকু'র জন্য বেশ কিছু শর্তও বেঁধে দিয়েছিল আদালত।

গত দু বছরে অসমে ১,০৮৬টির মধ্যে ৮৪২টি সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

বঙাইগাঁও (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : গত দু বছরে অসমে ১,০৮৬টি সেতু তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে ৮৪২টির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, গর্বের সঙ্গে জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার বঙাইগাঁওয়ের আই নদীর উপর বরঘোলা এবং কীর্তনপাড়াকে সংযোগকারী ৪৮১ মিটার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ সেতু জাতির জন্য উৎসর্গ করে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, অগপ নেতা তথা বঙাইগাঁয়ের বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী সহ বহু নেতা ও সরকারি আধিকারিক এবং হাজারো জনতা। সেতু উদ্বোধন করে তার ওপর একান্তে কিছুক্ষণ হেঁটেছেন উৎফুল্লিত মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। এর পর তিনি কলেজ ফিল্ডে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দেবেন।

কোচবিহারে নানা স্কুল, কলেজের সামনে পিকেটিং

কোচবিহার, ২৭ জুলাই (হি. স.) : নাবালিকা ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার জেলায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দুই বাম সংগঠন এসএফআই ও ডিএসও। সকাল থেকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজের সামনে শুরু হয়েছে পিকেটিং।

সরকারি স্কুলের পাশাপাশি, কিছু বেসরকারি স্কুলও বন্ধ রয়েছে। নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে ১৮ জুলাই স্কুল থেকে ফেরার পথে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এলাকারই এক যুবকের বিরুদ্ধে। বুধবার কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে মৃত্যু হয় ১৪ বছরের নির্যাতিতার। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কোচবিহারে বৃহস্পতিবার ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসএফআই ও ডিএসও।

২০ তারিখ পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। পরের দিনই কোচবিহারের একটা নার্সিংহোমে তাঁর খোঁজ মেলে। ওঠে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ।

চোখের চিকিৎসার জন্য সস্ত্রীক বিদেশ গেলেন অভিষেক

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : চোখের চিকিৎসার জন্য ফের বিদেশ যেতে হল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

অভিবাসন সূত্রে খবর, বুধবার কলকাতা থেকে এমিরেটসের উড়ানে সস্ত্রীক দুবাই উড়ে গিয়েছেন অভিষেক। চোখের চিকিৎসা করাতেই প্রথমে দুবাই এবং সেখান থেকে আমেরিকা যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আগামী ৮ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালে তাঁর সময় ধার্য্য করা আছে। চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের জন্য সময় লাগবে। চিঠি লিখে ইডিকে আগেই এই সফরের কথা জানিয়েছিলেন অভিষেক।

গত সোমবার অভিষেকের বিদেশ ভ্রমণের প্রসঙ্গ সুপ্রিম কোর্টে উঠলে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, যদি কোনও অভিযুক্তের বিদেশে গা ঢাকা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তা হলে দেশের নাগরিকদের বিদেশে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিশেষত চিকিৎসাজনিত কারণে। অর্থাৎ অভিষেকের বিদেশ সফরে আপত্তি নেই শীর্ষ আদালতেরও।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বাল্টিমোরের হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল।

সেসময়ও তিনি প্রায় ২৫ দিন ছিলেন আমেরিকায়। এবছর সেই চিকিৎসকের কাছেই আবার যাবেন চোখ দেখাতে। নির্দিষ্ট দিন ঠিক হয়েছে ৮ আগস্ট।২০১৬ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পথে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে অভিষেকের কনভয় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। চোখে গুরুতর চোট পান তিনি। সেই চিকিৎসা চলছে বিদেশে। সিঙ্গাপুর, আমেরিকায় চিকিৎসার পর আপাতত তাঁর চোখ কিছুটা ভাল। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ নন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন ফল নিয়মিত খেলে দূরে পালাবে রোগাবালাই ?

ফল মাত্রেই তা উপকারী। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিতক, নিয়ম করে ফল খাওয়ার কথা বলে থাকেন উভয়েই। সুস্থ থাকতে ফল খাওয়ার সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু কোন ফল খেলে বেশি উপকার পাবেন, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। উপকারী ফলের তালিকায় কলা কিন্তু একেবারে উপরের দিকে রয়েছে। রোজ যদি একটি করে কলা খেতে পারেন, তা হলেও সুস্থ থাকবে শরীর।

রোজ কলা খেলে কী কী উপকার পাওয়া যায়?

দুর্বলতা দূর করতে

কলা হল কার্বোহাইড্রেটের সমৃদ্ধ উত। চনমনে এবং চাঙ্গা থাকতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ শরীরে পর্যাপ্ত থাকা জরুরি। কলা কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি পূরণ করে। ২০১৯ সালে "জার্নাল অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকোনলজি"তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র তেমনটাই বলছে। কলাতে রয়েছে ভিটামিন বি, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি১২, যা শরীরকে ভিতর থেকে চাঙ্গা রাখে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ডায়েটের পর্বে কলা রাখতে চান না অনেকেই। অথচ পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, সঠিক ভাবে যদি ডায়েট করা যায়, তা হলে কলা খেলে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বরং কলা খেলে পেট ভর্তি থাকে দীর্ঘ ক্ষণ। ফলে বারেবারে খাবার খাওয়ার প্রবণতাও অনেক কমে। ওজন বৃদ্ধিতেও রাশ টানা সম্ভব।

হজমক্ষমতা ভাল রাখে

কলায় রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার। রোজ কলা খাওয়ার অন্যতম উপকার হল, এতে হজম ভাল হয়। "আমেরিকান সোসাইটি ফর নিউট্রিশন" -এর গবেষণা জানাচ্ছে, দিনে ২০-২৫ গ্রাম ফাইবার খাওয়া জরুরি। এর ফলে পেটের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কলা সেই কাজটি করে।

হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়

কলা হার্টের খেয়াল রাখে। কারণ কলায় রয়েছে পটাশিয়াম, যা হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরের প্রতিটি কোষ সচল রাখতে পটাশিয়াম অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য ফল এবং খাবারের চেয়ে কলায় পটাশিয়ামের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। ফলে সুস্থ থাকতে কলা খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আলসার

আলসারের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। আলসার থাকলে কলা খাওয়া যেতেই পারে। পেটের আলসার থেকে দূরে থাকতে কলা হতে পারে অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। কলা প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে শরীর সুস্থ রাখে।

সচেতন হয়ে খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছেন তরুণরা

হৃদরোগ, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরলের মতো শারীরিক সমস্যা ইদানীং সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে গোটা পৃথিবীতে ৬১ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী এই রোগগুলি। শেষ নয় এখানেই। দেশে প্রতি বছর শুধুমাত্র হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। সামগ্রিক এই চিত্রটি সত্যিই আশঙ্কার।

তবে পরিস্থিতি বদলের প্রস্তুতি নিচ্ছে কম বয়সিরা। এ ধরনের ক্রনিক অসুখের উৎস হল খাদ্যাভ্যাস। তাই ঝুঁকি এড়াতে খাওদাওয়ায় নিয়ম ভাঙতে নয়, বরং মানতে শুরু করেছেন অনেকে। বাইরের খাবার থেকে ক্রমশ মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন।

কোলেস্টরল কিংবা উচ্চ রক্তচাপ, রোগের নাম যা-ই হোক, বাইরের খাবারের প্রতি অগাধ ভালবাসা থেকেই শরীরে বাসা বাঁধে এই রোগগুলি। আর তাই সুস্থ এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, পিতা, বার্গার, রোল, চাউমিনের প্রতি আকর্ষণ কমে আসছে। সচেতনতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। এই সচেতনতা অল্প বয়সিদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি, প্রৌঢ়ত্বের দিকে যাঁরা এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যেও সুস্থ থাকতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা তেমনটাই বলছে। "ইন্ডিয়া ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশন" এর আয়োজিত সমীক্ষায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সমীক্ষা জানাচ্ছে, ক্রনিক কিছু শারীরিক সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনধারা। বাইরের খাবার খাওয়া অন্যতম বড় কারণ। চটজলদি সুস্বাদু খাবার খেতে ভাল লাগে, স্বাদের যত্ন নেয় কিন্তু শরীরে এই খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগবালাইয়ের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে শরীর।

পুষ্টিবিদেদের মতে, বাইরের নানা ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি তৈরি হয়। শাকসব্জি, ফল, ভাত, রুটিতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। যেগুলি পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, প্রায় ৬৩ শতাংশ মানুষ প্রতি সপ্তাহে এই ধরনের খাবার খান। আর ১৯ শতাংশের রোজেন খাবার হল এইগুলি। আর সেই কারণেই পৃথিবীতে ডায়াবেটিক, হৃদ্রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এত বেশি।

সংখ্যাটি আশঙ্কার হলেও আশার আলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। বাইরে খাবার যে দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে দেবে না, তা উপলব্ধি করেছেন অনেকেই। আর তাই সুযোগ পেলেই দোকান, রেস্তরাঁর খাবারে কামড় বসাচ্ছেন না অনেক। বরং ব্যস্ততম জীবনেও ভরসা রাখছেন বাড়ির তৈরি খাবারে।

কিন্তু খাদ্যাভ্যাসে বদল আনার সিদ্ধান্ত কি কার্যকর হচ্ছে? চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, তাতণিক ভাবে তা বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে এর সুফল বোঝা যাবে। বাইরের খাবার কম খেলে এই ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকা যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনলেই সুস্থ থাকা অনেক বেশ সহজ হয়ে যায়।

টানটান ত্বক চাই ?

ব্রণহীন, উজ্জ্বল ত্বকই সৌন্দর্যের শেষ কথা নয়। বরং ত্বকের টান টান ভাব সৌন্দর্যে আলাদা মাত্রা আনে। বলি নায়িকাদের মতো ত্বক চান অনেকেই। আলিয়া, দীপিকার মতো টানটান ত্বকের প্রত্যাশী কমবেশি সকলেই। অবশ্য নায়িকাদের পরিচর্যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ঘরোয়া কিছু টোটকা মেনেও কিন্তু পছন্দের অভিনেত্রীর মতো টানটান ত্বক পাওয়া যায়।

সে ক্ষেত্রে সঠিক উপায়গুলি জানতে হবে। পার্লারে না গিয়েও বাড়ি বসে কী ভাবে পাওয়া যাবে নায়িকাদের মতো ত্বক?

কলা- রূপচর্চায় কলা ব্যবহার করেন অনেকেই। কলা দিয়ে বানানো বিভিন্ন প্যাক দিয়ে কেশচর্চাও করা হয়। "জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাসথেটিক ডার্মাটোলজি"-তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, ত্বকের যত্নে কলার মতো উপকারী জিনিস খুব কমই আছে। কলায় রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিনের মতো নানা উপাদান। যা ত্বককে ভিতর থেকে টানটান করে। কী ভাবে ব্যবহার করবেন এই ফল? পাকা কলা ভাল করে চটকে ত্বকে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। তার পর শুকিয়ে গেলে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে তিন দিন করলেই বদল দেখতে পারবেন।

শসা- শসায় রয়েছে ইলাস্টিন, হায়লুরোনিক অ্যাসিডের মতো অত্যন্ত উপকারী উপাদান। যেগুলি ত্বক ভাল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শসা ত্বক সজীব রাখে। সেই সঙ্গে ত্বকের টানটান ভাব বজায় রাখতেও এর জুড়ি মেলা ভার। শসার খোসা ছাড়িয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। তার পর শসার মিশ্রণটি তুলোর বল দিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট রাখুন। তার পর ধুয়ে ফেলুন।

অ্যালো ভেরা-ত্বকের খেয়াল রাখতে অ্যালো ভেরার গুরুত্ব অপরিসীম। অ্যালো ভেরা শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও যত্ন নেয় ত্বকের। অ্যালো ভেরা ত্বকের কোলাজেন উতাদনে সাহায্য করে। ফলে ত্বকের জেল্লা বজায় থাকে। তবে টানটান ত্বকের রহস্যও কিন্তু লুকিয়ে আছে অ্যালো ভেরায়। অ্যালো ভেরার পাতা থেকে জেল বার করে ত্বকে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে নিন। সত্যিই উপকার পাবেন।

ওজন বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলে কাজ হবে তাড়াতাড়ি

রাস্তার ধারে দেওয়ালে সাঁটানো পোস্টার থেকে সমাজমাধ্যম, যে দিকেই তাকান শুধু মেদ ঝরানো আর ওজন কমানোর বিজ্ঞাপন। মানছি, ওজন বাড়িয়ে তোলার দলে যাঁরা রয়েছেন, এ ক্ষেত্রে তাঁরা সংখ্যালঘুই বটে। কিন্তু

খুঁজে দেখলে ওজন বাড়িয়ে তুলতে চাওয়া মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কম ওজন, শীর্ণকায় চেহারার জন্য সম্বন্ধ এসেও তা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি, এমন নজির রয়েছে অনেক।

চারপাশে এত মানুষ দেহের বাড়তি মেদ নিয়ে চিন্তায় থাকেন যে, ওজন বাড়িয়ে তোলার কথা জনসমক্ষে বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন অনেকে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ওজন বাড়াতে চাইলে শুধু খাবার খেলেই হবে না। নিয়ম মেনে খেতে হবে। সঙ্গে আর কী কী মেনে চলতে হবে?

১) অল্প পরিমাণে, বার বার খেতে হবে

অনেকেই মনে করেন, সারা দিনে তিন বার পরিমাণে অনেকটা করে খেয়ে নিলেই বোধ হয় চড়চড় করে ওজন বেড়ে যাবে। এমন ধারণা ভিত্তিহীন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, উল্টে সারা দিনে অল্প অল্প করে পাঁচ থেকে ছ'বার খাবার খেলে তা বিপাকহারের গতি কিছুটা হলেও শ্লথ করতে পারে।

২) খিদে বাড়িয়ে তোলে, এমন খাবার খেতে হবে

এমন কিছু মশলা রয়েছে, যেগুলি খাবারের তালিকায় যোগ করলে খিদে বাড়ে। আদা, রসুন, দারচিনি, গোলমরিচের মতো মশলাগুলি পিত্তরস-সহ বেশ কিছু উতেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩) পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে

ওজন বাড়িয়ে তুলতে শুধু ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেলেই হবে না। সঙ্গে পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ এবং বিভিন্ন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে, এমন খাবারও ডায়েটে রাখতে হবে। সঙ্গে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ওমেগা-৩ রয়েছে এমন খাবার যেমন বাদাম, বীজ রাখাও জরুরি।

৪) নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে

দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে গেলে যেমন শরীরচর্চা করতে হয়, তেমন ওজন বাড়িয়ে তোলার জন্যও নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম রয়েছে। হজমে সহায়ক, রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তোলে এমন শরীরচর্চা নিয়মিত অভ্যাস করা জরুরি।

৫) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ওজন বাড়িয়ে তুলতে গেলে একেবারেই মানসিক চাপ মুক্ত থাকতে হবে। চিকিৎসকেরা বলেন, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, আতঙ্কের সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের যোগ রয়েছে। যা ওজন বাড়িয়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই নিয়মিত ধ্যান, ডিপ ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে শিখতে হবে।

বর্ষায় বাড়ে হজমের সমস্যা

বর্ষায় পেটের সমস্যা ভয়ানক ভাবে বাড়ে। এর মূল কারণ দূষণ আর নোংরা জল। বৃষ্টির জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশলেই তা দূষিত হয়ে যায়। এবার সেই জল খেলে আর রক্ষে নেই। এছাড়াও বর্ষায় আমাদের অন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। এর কারণে হজম ক্ষমতাও খুব কম থাকে। পাকস্থলি সব খাবার ঠিকমতো হজম করতে পারে না। সামান্যতেই পেটের মধ্যে টক্সিন আর অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

এর ফলে একটু এদিক-ওদিক হলেই অ্যাসিডিটির সম্ভাবনা বাড়ে। বর্ষায় সম্ভব হলে জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খেলে ভাল। এছাড়া তেল-মশলাদার খাবার, বাইরের ভাজাভুজি এসবও একেবারেই নয়। ফ্রিজে রাখা বাসি খাবার খাবেন না।

বিশেষজ্ঞরা এই সময় কিছু খাবার একেবারেই এড়িয়ে যেতে বলছেন। দেখে রাখুন সেগুলি কি কি-

দই- গরমের দিনে দই আমাদের শরীরের জন্য যত ভাল বর্ষায় ততটাই খারাপ। দই এর তৈরি খাবার এই সময় বেশি খেলে সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। দই খেলে কফ, সর্দি জ্বর হতে পারে। এই সময় গাঁজানো কোনও খাবারই খাওয়া ঠিক নয়।

শাক শরীরের জন্য খুবই ভাল। আয়রনও থাকে প্রচুর পরিমাণে। তবে বর্ষার দিনে এই শাক এড়িয়ে চললেই ভাল। শাক মূলত জলে হয়। এর ফলে শাকের মধ্যে অনেক পোকামাকড় থাকে। বহুবার ধোওয়ার পরেও সেই নোংরা পরিষ্কার হয় না। আর শাক হজম হতে সময়ও লাগে অনেকটা বেশি।

সরাসরি ট্যাঙ্ক বা কলের জল বর্ষাকালে খাবেন না। বর্ষাকালে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার সমস্যা খুবই বাড়ে। এই সময় জল ফিল্টার না করে কোনও ভাবেই খাবেন না। প্রয়োজনে জল ফুটিয়ে খান। আর অন্যের বোতল থেকে জল খাবেন নাা। এতেও সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। বর্ষাকালে কাঁচা স্যালাড নয়। চপ, পকোড়ার সঙ্গে যদি কেটে রাখা শসা, পেঁয়াজ, গাজর এসব দেওয়া হয় তাহলে তা একেবারেই খাবেন না। এই সঙ্গে মাশরুমও নয়। মাশরুমের মধ্যে পুষ্টি থাকে অনেকটা। তবে যেহেতু মাশরুম মাটিতে হয় বর্ষার দিনে এর মাধ্যমে আরও একাধিক জীবানু প্রবেশ করতে পারে খাবারের মধ্যে।

বর্ষায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা খুবই জরুরি। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়বে এমন খাবার বেশি করে খেতে হবে। মুসুর ডালের স্যুপ, মধু, শুকনো আদা, আদা দেওয়া চা, কাঁচা হলুদ এসব বেশি করে খেতে হবে।

চিনিজাতীয় শর্করা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চার হয়

খাবারে নুন-চিনি কম বা বেশি হলে শুধু রান্নার স্বাদ নষ্ট হয় না, ক্ষতি হয় স্বাস্থ্যেরও। পুষ্টিবিদদের মতে, রোজের খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত নুন-চিনি থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেও ভাল নয়। এ অভ্যাসের হাত ধরে ওজন বেড়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, হার্টের সমস্যার মতো রোগের চোখরাঙানি বাড়ে। সেই ভয়ে অনেকেই খাদ্যতালিকা থেকে নুন ও চিনি একেবারে বাতিল করে দেন। কিন্তু জানেন কি, শরীরে এই উপাদানগুলির ঘাটতি হলেও দেখা দিতে পারে সমস্যা? সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে শরীরে পর্যাপ্ত মাত্রায় সোডিয়াম ও শর্করার প্রয়োজন। নুন একটি খনিজ, যা শরীরে তরল ও অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখতে, স্নায়ুগুলির কার্য পরিচালনা করতে এবং পেশি সঙ্কোচন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। অন্য দিকে, চিনি হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট, যা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়। এখন পুষ্টিবিদদের পরামর্শ ছাড়া কেবল সমাজমাধ্যমের উপর ভরসা করেই অনেকে বিভিন্ন রকম ডায়েট মেনে চলতে শুরু করেন। সেই ডায়েটে চিনি ও নুন একেবারে থাকে না বললেই চলে। দীর্ঘ দিন এ প্রকার ডায়েট মেনে চললে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। নুন-চিনি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে শরীরের কী ক্ষতি হতে পারে? চিনিজাতীয় শর্করা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চার হয়। হঠাৎ চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলে আপনার কর্মদক্ষতা কমে যেতে পারে। শরীরে ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে। কাজে মন বসানো কঠিন হয়ে যেতে পারে। নুন হল আয়োডিনের ভাল উত। নুনে থাকা সোডিয়াম ক্লোরাইড ইলেকট্রোলাইটকে ব্যালান্স করতে সাহায্য করে। শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা গেলে থাইরয়েড গ্রন্থি ঠিক মতো কাজ করতে পারে না। যার ফলে শরীরে হাইপোথাইরয়েডিজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি, আয়োডিন-যুক্ত নুন শরীরে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। তাই, পরিমিত মাত্রায় নুন খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তবে যে সব খাবারে অতিরিক্ত নুন-চিনি রয়েছে, তা-ও খাওয়া উচিত নয়। মূলত প্যাকেটজাত পানীয় ও খাবারে নুন, চিনি বেশি মাত্রায় থাকে। ফলে এমন খাবার এড়িয়ে চলুন। কী ভাবে রোজকার ডায়েটে নুন-চিনি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবেন?

১) খাওয়ার টেবিলে নুন রাখার পাত্র রাখবেন না। অনেকেরই পাতে নুন নিয়ে খাওয়া স্বভাব আছে। সবার আগে এই অভ্যাসে বদল আনুন।

২) বাজারচলতি কোনও প্রক্রিয়াজাত খাবার কেনার আগে প্যাকেটের গায়ে নুন ও চিনির পরিমাণটা ভাল করে দেখে নেবেন। খুব ভাল হয় যদি এই খাবারগুলি একেবারেই এড়িয়ে চলতে পারেন।

৩) ঠান্ডা পানীয় কিংবা সোডা জাতীয় পানীয় খেয়ে থাকেন? এগুলি এড়িয়ে চলাই ভাল। তার পরিবর্তে ফল অথবা ফলের রস খেতে পারেন।

৪) সরাসরি চিনি না খেয়ে চিনির পরিবর্তে কিশমিশ, গুড়, মধু খেতে পারেন। তবে তা যেন অবশ্যই পরিমিত মাত্রায় হয়, সে দিকে নজর দিতে হবে।

খাওয়া দাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা এখন আর শুধু বার্ধক্যে সীমাবদ্ধ নেই। অল্প বয়সিদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে এই রোগ। বাইরের খাবারদাবারের প্রতি ঝোঁক এর একটা বড় কারণ। প্রতিনিয়ত তেলমশলা, ভাজাভুজি, প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাসে রক্তচাপের মাত্রা বাড়তে থাকে। উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা বিপদসীমা পেরোনোর আগেই রাশ টানা জরুরি।

এই রোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জীবনযাপন করা অত্যন্ত জরুরি। খাওয়াদাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন। নিজেকে নিয়মে না বাঁধলে পরবর্তী কালে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। সেই সঙ্গে ওষুধ আর চিকিতকের দেওয়া পরামর্শ তো আছেই। তবে নিয়মের পথ ধরে হেঁটে নিজেকে সুস্থ রাখা ছাড়াও রক্তচাপের মাত্রা কমানোর আরও একটি উপায় রয়েছে। তা হল ঘরোয়া টোটকা। হেঁশেলেই এমন অনেক জিনিস থাকে, যেগুলি বেশ কিছু রোগের সঙ্গে সহজেই মোকাবিলা করতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ তেমনই একটি রোগ। রক্তচাপের মাত্রা কমাতে ভরসা হতে পারে তিন পানীয়।

আমলকি এবং আদার শরবত

আমলকি এবং আদা দুই-ই উচ্চ রক্তচাপের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন সি, যা রক্ত চলাচল সচল রাখে এবং রক্তচাপের মাত্রাও কমাতে সাহায্য করে। একই ভাবে আদাও রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমলকি এবং কয়েক টুকরো আদা একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে শরবত বানিয়ে নিন। খালিপেটে নিয়ম করে খেলে উপকার পাবেন।

ধনেবীজের শরবত

ধনে শরীরে জমে থাকা বাড়তি সোডিয়াম এবং জল বাইরে বার করে দেয়। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য সোডিয়াম বিপজ্জনক। তবে ধনে বীজে থাকা কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান সোডিয়ামের মাত্রা বাড়তে দেয় না। তাই উচ্চ রক্তচাপ হলে তরকারিতে দিয়ে হোক কিংবা শরবত বানিয়ে, ধনে খাওয়া জরুরি। আগের দিন রাতে এক কাপ জলে ধনে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেঁকে নিয়ে এই জল খান। রক্তচাপের মাত্রা কয়েক দিনেই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

বিট আর টোম্যাটোর শরবত

সব্জি হিসাবে দু"টিরই গুণ অনেক। ত্বকের যত্ন নেওয়া থেকে শরীরের দেখাশোনা সবেতেই বিট আর টোম্যাটো সত্যিই উপকারী। রক্তচাপের মাত্রা কমাতেও এই দুইয়ের জুড়ি মেলা ভার। টোম্যাটোতে রয়েছে লাইকোপেন, বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই, যা অত্যন্ত কার্যকর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। তাই টোম্যাটো খেলে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোসলিক দু"ধরনের উচ্চ রক্তচাপ থেকেই দূরে থাকা যায়। একই ভাবে বিটের স্বাস্থ্যগুণ কম নয়। বিটে রয়েছে নাইট্রেটস, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। রক্ত চলাচলও সচল রাখে।। বিট এবং টোম্যাটো একসঙ্গে রস করে খেতে পারলে সুফল মিলতে বাধ্য।

কম খরচে খাবারের স্বাদ হবে রেস্তরাঁর মতো

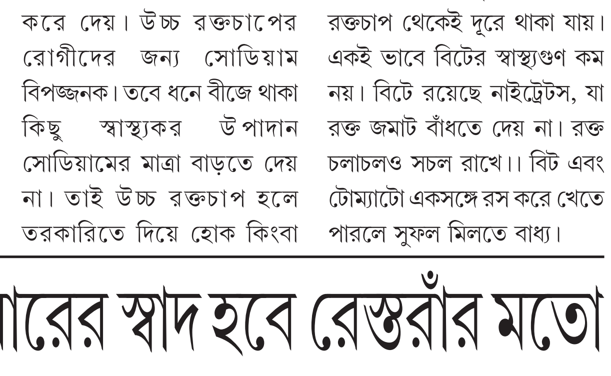

প্রতি দিনের সাধারণ বাঙালি খাবারের তালিকায় ডাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সব্জির সঙ্গে ডালেও টোম্যাটো দেন অনেকে। কিন্তু টোম্যাটোর দাম আকাশছোঁয়া। যে সব রান্না টোম্যাটো ছাড়া করাই যায় না, তার মধ্যে টকদই বা ভিনিগার দিলে কি আর সেই স্বাদ হয়? অবশ্য খাবারের বিষয়ে স্বাদের আগেও ঘ্রাণ গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোনও পদ চেখে দেখার আগে তার ঘ্রাণই অর্ধেক মানুষর মন জিতে নিতে পারে। তাই ডালের গন্ধের সঙ্গে কোনও আপস করা যাবে না। রন্ধন বিশারদেরা বলছেন, টোম্যাটোর স্বাদ না এলেও কিছু উপাদান ব্যবহার করলে ডালে এমন গন্ধ হবে যে টোম্যাটোর অভাব বোঝাই যাবে না। জানেন সেগুলি কী কী?

১) আদা- অনেকেই সেদ্ধ ডালে আদা দিতে চান না। তবে ডাল ফ্রাই বা তড়কা রান্নার সময়ে কিন্তু আদা ব্যবহার করতেই হয়। মশলা কষানোর সময়ে আদা দিলে তার স্বাদ অন্য রকম। কিন্তু ডাল রান্নার একেবারে শেষ পর্যায়ে উপর থেকে আদা ঘষে দিয়ে দিলে স্বাদ, গন্ধে তা টোম্যাটোকে টেক্কা দিতেই পারে।

২) রসুন- রসুনের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধের জোরেই অনেক সাধারণ রান্না উতরে যায়। সাধারণ ডাল হোক বা তড়কা, তার মধ্যে যদি টোম্যাটো না দিতে চান, রসুন কুচি দেওয়া যেতেই পারে।

৩) পেঁয়াজ-সেদ্ধ মুসুর ডালে পেঁয়াজ ফোড়ন দেন অনেকেই। তবে অন্য কোনও ডালে শুধু পেঁয়াজের ফোড়ন ভাল লাগে না। সঙ্গে রসুন, আদা বাটা ফোড়ন দিলে তার গন্ধ এবং স্বাদ, দুই-ই আলাদা হয়। সে ক্ষেত্রে টোম্যাটো না দিলেও খুব একটা সমস্যা হয় না।

৪) ধনে পাতা- আবার নিরামিষ ডালে তো পেঁয়াজ, রসুন কিছুই দেওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে ডালের স্বাদ বাড়িয়ে তুলবেন কী ভাবে? সহজ উত্তর হল ধনে পাতা। সেদ্ধ ডালই হোক বা ডাল দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবার, স্বাদ বাড়িয়ে তুলতে ধনে পাতাই যথেষ্ট।

৫) গরম মশলা- টোম্যাটোর স্বাদ এনে দিতে না পারলেও ডালে লোভনীয় গন্ধ এনে দিতে পারে গরম মশলা। তবে সেদ্ধ ডালে গরম মশলা না দিলেও ডাল ফ্রাই বা ডাল দিয়ে তড়কা তৈরির একেবারে শেষে সামান্য একটু গরম মশলা, রান্নার স্বাদ-গন্ধই পাল্টে দেয়।

বর্ষায় দ্রুত ছড়াচ্ছে কনজাংটিভাইটিস: আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের

দুর্গাপুর, ২৭ জুলাই (হি. স.) : একে করোনার রক্ষে নেই, তার ওপর দোসর কনজাংটিভাইটিস! বর্ষা পড়তে না পড়তেই শুরু হয়েছে নানা মৌসুমি রোগের প্রকোপ। গত একমাসে হু-হু করে ছড়িয়ে পড়েছে কনজাংটিভাইটিস। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের বহু রাজ্যেই থাবা বসিয়েছে এই চোখের সংক্রমণ। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই রোগ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দক্ষিনবঙ্গের পুর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভুমের মতো জেলাগুলিতেও। আতঙ্কিত না হয়ে সজাগ ও সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

কনজাংটিভাইটিস কি?

কনজাংটিভাইটিসকে চলতি বাংলা ভাষায় জয় বাংলা বলে। এর প্রাথমিক লক্ষণ হল চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে যায়। প্রথমে এক চোখ আক্রান্ত হয়। তারপর সংক্রমণ দ্বিতীয় চোখেও ছড়িয়ে পড়ে। কনজাংটিভাইটিভা হচ্ছে একটি পাতলা, স্বচ্ছ ঝিল্লি যা চোখের পাতার ভিতরের পৃষ্ঠের উপর থাকে এবং চোখের সাদা অংশকে ঢেকে রাখে। কনজাংটিভাইটিস হলে কনজাংটিভার রক্তনালীগুলি স্ফীত হয়ে যায়। চোখ লাল বা গোলাপি হয়ে যায়। চোখ জ্বালা বা চুলকানি। চোখ থেকে জল পড়া, চোখের ভিতর কটকট করা, চোখের পাতায় পুঁজ জমে যায় চোখ ফুলে যাওয়া, এই রোগের লক্ষণ। প্রায় প্রতি বছরই এই রোগ থাবা বসায় বর্ষাকালে। তবে এই বছর তা অতি দ্রুত ছড়াচ্ছে বলে দাবি শিল্পাঞ্চলবাসীর।সাধারণত এই ধরনের রোগ প্রথমে শিশুদেরই সংক্রমিত করে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে। এই রোগ খুবই ছোঁয়াচে বা সংক্রামক। অর্থাৎ পরিবারে একজনের হলে, আরেকজনেরও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। ফলে রোগ থেকে বাঁচতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। পানাগড় বাজার লায়ন্স ক্লাব চক্ষু হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি কনজাংটিভাইটিস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হু হু করে বেড়েছে। দৈনিক গড়ে ৭৫ শতাংশ কনজাংটিভাইটিস আক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসছে।

কনজাংটিভাইটিস সংক্রমক থেকে বাঁচাতে কী করনীয়?

এই রোগ এড়াতে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বলে জানিয়েছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। চিকিৎসকদের মতে, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয় কনজাংটিভাইটিস রোগ। তাই এই সময়ে চশমা ব্যবহার করলে প্রাথমিকভাবে কিছুটা হলেও সুরক্ষা পাওয়া যায়। দুর্গাপুর দিশা চক্ষু হাসপাতালের বরিষ্ঠ চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডঃ সৌমেন মন্ডল জানান,' দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্ষাকালে এই ভাইরাসের প্রদুর্ভাব ঘটে। এবছর এপিডেমিক পর্য্যায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্কুল থেকে বেশী ছড়াচ্ছে। সামাজিক দুরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে। যে সব শিশুর এই রোগ হয়, তাদের স্কুলে না পাঠানো ভালো। প্রাপ্তবয়স্কদের হলে অফিস কিম্বা জনবহুল জায়গায় না যাওয়া ভালো। আক্রান্তদের রুমাল, গামছা পরিবারের অন্য কেউ যেন ব্যাবহার না করে। স্কুল কিম্বা বাইরে জনবহুল জায়গা থেকে বাড়ী ফিরলে হাত, পা ভালো করে ধোঁয়া। চোখে হাত দেওয়ার আগে হাত ভালো করে ধোঁয়া দরকার।'

তিনি আরও বলেন,' এই সময় দিনে ১০ - ১২ বার চোখ পরিষ্কার করা দরকার। তারপর অবশ্যই হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে বা স্যানিটাইজ করতে হবে। চোখ রগড়ানো যাবে না। এলার্জির সমস্যা দূর করতে কালো চশমা কিংবা সানগ্লাস পরে থাকতে পারে। এই রোগটি হলে চোখের উপর চাপ পড়ে এমন কোনও কাজ করা যাবে না। বেশিক্ষণ মোবাইল বা কম্পিউটারে কাজ করা যাবে না। চোখের পাতা জড়িয়ে গেলে, গরম জলের মধ্যে তুলো কিংবা সাদা পরিষ্কার নরম সুতির কাপড় ডুবিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে হবে। অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঔষধ ব্যাবহার করতে হবে।'

হিংসাজর্জর মণিপুরে ফের গোলাগুলি, ঘায়েল দুই

ইমফল, ২৭ জুলাই (হি.স.) : হিংসাজর্জর মণিপুরে প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের গোলাগুলির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বেসরকারি গ্রাম সুরক্ষা স্বেচ্ছাবাহিনীর দুই সদস্য। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার ভোর চার থেকে পাঁচটার মধ্যে রাজ্যের চূড়াচাঁদপুর জেলায় সংগঠিত হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। এর আগে গতকাল মোরে জেলায় গোলাগুলি এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল।

বেসরকারি সূত্রের খবর, আজ ভোরে চূড়াচাঁদপুর জেলার অন্তর্গত কাংভাই এলাকায় শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ।

গোলাগুলির ঘটনা চলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী। গুলিবিদ্ধ গ্রাম সুরক্ষা স্বেচ্ছাবাহিনীর দুই সদস্যকে চূড়াচাঁদপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তবে সংঘর্ষ-পীড়িত এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

এদিকে আজ রাজ্য পুলিশের উচ্চস্তরীয় এক সূত্র জানিয়েছে, টেংনুপাল জেলার সীমান্ত শহর মোরে এলাকায়ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল মোরে শহর সংলগ্ন এলাকায় গোলাগুলি এবং বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপাট পুড়িয়ে লুটপাটের চেষ্টা করা হয়েছে। ওই ঘটনার সঙ্গে কুকি জঙ্গিরা জড়িত বলে সন্দেহ করছে প্রশাসন। বলা হচ্ছে, সেখানে অবস্থানরত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলিযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা।

মণিপুর পুলিশের শীর্ষ সূত্রটি জানিয়েছে, বুধবার বেশ কয়েকজন কুকি মহিলাকে মেইতই সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন দোকানপাট লুট থেকে রোখার চেষ্টা করেছিলেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। তখন বিনাপ্রোচনায় নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এর পর বিক্ষুব্ধ জনতা মোরে শহরের ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে মেইতেইদের বেশ কয়েকটি মেইতেই বাড়ি এবং দোকানে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।

যার ফলে অন্য রাজ্য থেকে আগত অভিবাসীদের অনেক দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পুলিশ কন্টোল রুমের খবর, উত্তেজিত জনতা প্রায় ১৫-১৬টি বাড়ি এবং একটি গেস্ট হাউস আংশিকভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে। সূত্রের খবর, গভীর রাত পর্যন্ত গোলাগুলি চলে। তবে ওই গোলাগুলিতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে মোরেতে সংগঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমফল পূর্বের আকামপাট ত্রাণ কেন্দ্রের বাস্তুচ্যুত আবাসিকরা সিংজামেই সেতুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বাস্তুচ্যুতরা মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। সিংজামেই সেতুতে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। পরে দলের চার প্রতিনিধিকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়।

মণিপুরের পরিস্থিতি এখনও অস্থিতিশীল। এর আগে ২৫ জুলাই একদল দুষ্কৃতী কাংপোকপি জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত দুটি বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডিমাপুর থেকে বাসগুলো আসার সময় সাপোরমেইনায় সংগঠিত হয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর, স্থানীয় উত্তেজিত জনতা সাপোরমেইনায় নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত মণিপুরের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দুটি বাস থামিয়ে তাতে অন্য সম্প্রদায়ের কোনও মানুষ বসে আছে কিনা তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। তাদের আবদারে সায় না দেওয়ায় ওই দুটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতী দলটি।

কৃষকদের শক্তি ও কঠোর পরিশ্রম মাটি থেকেও সোনা বের করে আনে : প্রধানমন্ত্রী

সিকার, ২৭ জুলাই (হি.স.): দেশের অন্নদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সিকারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কৃষকদের শক্তি ও কঠোর পরিশ্রম মাটি থেকেও সোনা বের করে আনে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন ১,২৫,০০০টি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র দেশকে উৎসর্গ করেন। এই অনুষ্ঠানে মোদী বলেছেন, 'আমাদের সরকার দেশের কৃষকদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাধীনতার এত দশক পর এমন একটি সরকার ক্ষমতায় এসেছে, যারা কৃষকদের দুঃখ-বেদনা বোঝে, কৃষকের উদ্বেগ বোঝে, সে কারণেই গত ৯ বছরে কৃষকদের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বর্তমানে দেশের কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধির অধীনে ১৮ হাজার কোটি টাকা পেয়েছেন। এখন দেশে ১,২৫,০০০টি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র শুরু হয়েছে। ব্লক ও গ্রাম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলি কৃষকদের উপকৃত করবে... ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স কৃষকদের জন্যও শুরু হয়েছে... নতুন ইউরিয়া গোল্ড শুরু হয়েছে। রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকা মেডিকেল কলেজ এবং একলব্য মডেল স্কুলও পেয়েছে।'

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। তিনি বলেছেন, '২০১৪-১৫ সালে কৃষি মন্ত্রকের বাজেট ছিল মাত্র ২৩ হাজার কোটি টাকা এবং এখন তা ৫ গুণ বাড়িয়ে ১,২৫,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর অগ্রাধিকারগুলিকে তুলে ধরে।'

ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় কোচবিহারে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব

কোচবিহার, ২৭ জুলাই (হি. স.) : কালজানিতে এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং ডিএসও-র ডাকা এই ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কোচবিহারের স্কুলগুলোর সামনে পিকেটিং শুরু করেছিল ধর্মঘটিরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে দলীয় পতাকা ও পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন স্কুলগুলির সামনে বা রাস্তাঘাটে সেভাবে পড়ুয়াদের দেখা যায়নি। কয়েকজন পড়ুয়াকে স্কুলের সামনে দেখা গেলেও তা বন্ধ দেখে ফিরে যায় তারা। তবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিন পরীক্ষা থাকায় সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা হয়েছে। ধর্মঘটিরা জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থীদের ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ফলে পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ জুলাই কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে স্কুলে যায়। কিন্তু সে স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারে পক্ষ থেকে ওই নাবালিকা মেয়ের খোঁজ না পেয়ে তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। অপহরণ করার পর দুদিন ধরে আটকে রেখে ওই ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সকালে কোচবিহার এম জে এন হাসপাতালে ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়। যৌন নির্যাতনের পর একটানা দশ দিন চিকিৎসার চললেও শেষ পর্যন্ত থেমে যায় ওই ছাত্রীর লড়াই। এদিন কালজানিতে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় ছাত্র ধর্মঘট চলছে।

কান্দিতে পলাতক জেলবন্দী খুনের আসামী

মুর্শিদাবাদ, ২৭ জুলাই (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের কান্দির উপ সংশোধনাগারের এক খুনের আসামি পলাতক। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পলাতক বন্দি একটি হত্যা মামলায় বিচারাধীন ছিলেন। বুধবার তাকে কান্দি বিভাগীয় আদালতে শুনানির জন্য আনা হয়। শুনানি শেষে তাকে উপ সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় সে। খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসন তৎপর হয়েছে। তড়িঘড়ি করে কান্দি থানার পুলিশ পলাতক বন্দিকে খুঁজতে থাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুই জনকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বেগুসরাইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠের মধ্যে কৃষকের মৃত্যু

বেগুসরাই, ২৭ জুলাই (হি.স.) : বিহারের বেগুসরাইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে চকিয়া সহকারি থানা এলাকার সিমারিয়া পঞ্চায়েত-১ এলাকায়। মৃতের নাম সুবোধ কুমার সিং। জানা গেছে. বালি ব্যবসায়ী সুবোধ সিং পশুপালন ও কৃষিকাজও করেন। বৃহস্পতিবার তিনি চাষের কাজ করতে ক্ষেতে গিয়েছিলেন। সেইসময় বৈদ্যুতিক মোটরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। কিছুক্ষণ পর আশেপাশের লোকজন সুবোধ সিং-কে মটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে সুবোধ সিংয়ের। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

গণতন্ত্রের প্রতি কোনও আগ্রহ, বিশ্বাস নেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): গণতন্ত্রের প্রতি কোনও আগ্রহ, বিশ্বাস নেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এমনই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজস্থান সফরের নিন্দা করে খাড়গে বলেছেন, 'সংসদের অধিবেশন চলছে, আমরা দাবি করছি প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে বক্তব্য রাখুন। কিন্তু তিনি রাজস্থানে রাজনৈতিক বক্তৃতা ও প্রচার করছেন। তিনি যখন সেখানে যেতে পারেন, তাহলে আধা ঘণ্টা সংসদে এসে বক্তব্যও তো রাখতে পারেন।'

এরপরই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, 'গণতন্ত্রের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই তাঁর, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষা করতে চান না। তিনি সংসদকে অসম্মান করছেন।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সিকারে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন।

প্রকাশ্যে গদর ২-র ট্রেলার

মুম্বই, ২৭ জুলাই (হি.স.): অগাস্ট মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে সানি দেওল ও আমিশা পটেল অভিনীত """গদর ২""। বহু দিন ধরেই দর্শকরা অপেক্ষা করছিল এই ছবির ট্রেলারের জন্য। বুধবার কার্গিল বিজয় দিবসে প্রকাশ্যে এল সানি দেওল- অমিশা প্যাটেলের বহুচর্চিত ছবি 'গদর ২'-এর ট্রেলার। ২২ বছর পর রুপোলি পর্দায় ফিরছে তারা আর সাকিনার প্রেম কথা! সানি দেওল এবং অমিশা পাটেল অভিনীত 'গদর: এক প্রেম কথা' হিন্দি সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম ব্যবসা সফল ছবি। ২০০১ সালে মুক্তি পেয়েছিল পরিচালক অনিল শর্মার এই ফিল্ম। এবার ছবির সিকুয়েল নিয়ে ফিরছে জুটি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার গদর ছবির ছোট্ট জিতে ওরফে চরণজিৎ-এর ভূমিকায় (তারা ও সিনার ছেলে) অভিনয় করা উৎকর্ষ শর্মাও থাকছেন এই ছবিতে। পরিচালক অনিল শর্মার পুত্র উৎকর্ষ। ছবির দ্বিতীয় পর্বেও তারা-শাকিনার ছেলের ভূমিকায় সেই উৎকর্ষ শর্মা।

৩ মিনিটের এই ট্রেলার জুড়ে চেনা ভঙ্গিতে ধরা দিলেন 'তারা সিং' সানি দেওল। তাঁর "ঢাই কিলো"র হাতের ম্যাজিক, আর পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে সে দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে একা লড়াইয়ের অসাধ্য সাধনের টুকরো ঝলক উঠে এল ছবির ট্রেলারে। সঙ্গে থাকল মারকাটারি সংলাপ। হ্যান্ডপাম্প উপরে ফেলবার ঝলক না দেখা গেলেও হান্ডপাম্পের দিকে সানির কটমটে চাউনি দেখেই পরের দৃশ্য কল্পনা করে ফেলেছে ভক্তরা। অ্যাকশনে ঠাসা এই ট্রেলারের শুরুতে ধরা পড়ে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর ঝলক। ভারতীয় সেনার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে উত্তপ্ত পাকিস্তানে পা দেবে তারা সিং। গদর ছবিতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল তারা, এবার পাক সেনার হাতে বন্দি ছেলেকে ঘরে ফেরাতে লাহোরে হাজির তারা।

ক সেনার হাতে শিকল বন্দি জিতে। তার কারণ ট্রেলারে স্পষ্ট না হলেও, বারা মতোই প্রেমের টানেই সে দেশে হাজির সে, ইঙ্গিত তেমনই। মৃতুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত জিতে জোর গলায় সেদেশের আর্মি জেনারেলকে বলে, 'আমার বাপ এখানে এলে তোর এত টুকরো করবে গোটা পাকিস্তান গুনে শেষ করতে পারবে না'। চেনা মেজাজে সানি হাজির লাহোরে। সকিনাকে সে কথা দিয়েছে যে কোনও মূল্যে জিতেকে ফিরিয়ে আনবে। পাকিস্তানে পা দিয়েই হাতুড়ি দিয়ে একের পর সেনাকর্মীর মাথা গুঁড়িয়ে দিতে দেখা গেল সানিকে। এরপর পাক সেনাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তারা সিং জানায়- 'এখানকার লোকজন সুযোগ পেলে ফের ভারতে গিয়েই বসবাস করবে, অর্ধেক পাকিস্তান খালি হয়ে যাবে। তোমার ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ঘুরবে অথচ ভিক্ষা মিলবে না'।

প্রসঙ্গত,'ক্রাশ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' চালু হওয়ার পরের মাসেই শুরু হয় ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধ। সেই আবহ ধরা পড়বে এই ছবিতে। বুধবার ছবির ট্রেলার লঞ্চে সানি, আমিশা, উৎকর্ষের পাশাপাশি দেখা মিলল সিমরত কৌর, শরিক প্যাটেলের। ছিলেন ছবির মিউজিক্যাল টিম মিথুন, অলকা ইয়াগনিক, জুবিন নটিয়াল, আদিত্য নারায়ণরা। গদর ছবির দুটি কালজয়ী গান, 'ঘর আজা পরদেশি' এবং 'মেয় নিকলা গড্ডি লেকে' নতুনভাবে সাজানো হয়েছে সিকুয়েলের জন্য। সানির কথায়, 'আমি সকলকে আশ্বস্ত করছি গদর ২-তে থাকবে দ্বিগুণ অ্যাকশন, ইমোশন আর এন্টারটেনমেন্ট'। আগামী ১১ আগস্ট মুক্তি পাবে এই ছবি।

দেশে কয়লার কোনও অভাব নেই, লোকসভায় জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): দেশে কয়লার কোনও অভাব নেই। বৃহস্পতিবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। তিনি লোকসভায় লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন, ২০২২-২৩ সালে সর্বভারতীয় কয়লা উৎপাদন ৮৯৩ মিলিয়ন টনের বেশি ছিল, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৪.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রক কর্তৃক একটি পাঁচ-মুখী কৌশল গ্রহণের ফলে হাইড্রোকার্বনের ওপর আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রক দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, জৈব জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য গ্রহণ, শক্তি দক্ষতার নিয়মাবলী গ্রহণ এবং শোধনাগার প্রক্রিয়ার উন্নতি এবং চাহিদা প্রতিস্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মন্ত্রী জানান, হাইড্রোকার্বন অন্বেষণ এবং লাইসেন্সিং নীতি ও সাশ্রয়ী মূল্যের পরিবহন উদ্যোগের দিকে সুস্থায়ী বিকল্প ব্যবসা করার সহজতাকে উন্নীত করবে এবং সংকুচিত বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করবে।

রাজস্থানে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

সিকার, ২৭ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সিকারে একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যুব সমাজের উন্নয়নে কাজ করছে...কিন্তু রাজস্থানে কী হচ্ছে? রাজস্থানে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হচ্ছে। রাজ্যে একটি পেপার ফাঁস কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। রাজ্যের যুবকরা সক্ষম, কিন্তু এখানকার সরকার তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'ইন্ডিয়া""-র লেবেল দিয়ে তাঁরা নিজেদের পুরনো কাজগুলো, ইউপিএ-র কাজগুলিকে ঢাকতে চায়। তাঁরা যদি সত্যিই ভারতের কথা চিন্তা করত, তাহলে কি তাঁরা বিদেশীদের ভারতে হস্তক্ষেপ করতে বলত?...তাঁরা একবার স্লোগান দিয়েছিল "ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা।" তখন জনগণ উপড়ে ফেলেছিল..এই অহংকারীরা আবারও তা করেছে। তাঁরা বলে "ইউপিএ ভারত, ভারত ইউপিএ"। মানুষ আবার তাঁদের সঙ্গে একই আচরণ করবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিনের জনসভায় আরও বলেছেন, 'রাজস্থানের মানুষ মা-বোনেদের সম্ভ্রম নিয়ে খেলা সহ্য করতে পারে না। মা পদ্মাবতী ও মা পান্নাধয়ের এই ভূমির মেয়েদের সঙ্গে যা ঘটছে তা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।'

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের

প্রবল বৃষ্টিতে সাম্বায় জলের স্রোতে ভেসে গেল দুটি ট্যাঙ্কার, নিরাপদে চালক

সাম্বা, ২৭ জুলাই (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। যার কারণে নদী নালাগুলোর জলস্তর বেড়ে গেছে। সাম্বা জেলায় বুধবার গভীর রাতে প্রবল বর্ষণে সিমেন্ট ভর্তি দুটি ট্যাঙ্কার ভেসে যায়। উভয় ট্যাঙ্কার চালককে নিরাপদে বের করা হয়েছে।

ট্যাঙ্কার চালকরা জানান, আমরা যখন বেই নালা পার হচ্ছিলাম তখন জল ছিল না। এরপর হঠাৎ প্রবল জলের স্রোত আসে। এতে তাদের ট্যাঙ্কারটি ভেসে যেতে থাকে এবং জল এত বেশি ছিল যে ট্যাঙ্কারটি সম্পূর্ণ ডুবে যায়, পরে ট্যাঙ্কার চালকরা ছাদে উঠে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। সেখানে উপস্থিত শ্রমিকরা চালকদের দড়ি দিয়ে টেনে বের করেন। বর্ষায় নদী নালার আশেপাশে না যাওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। কোনও ধরনের জরুরি অবস্থা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনের কন্টোল রুমে তার তথ্য দিতে হবে।

ধারাবাহিকের শুটিংয়ে চিতাবাঘ

মুম্বাই, ২৭ জুলাই (হি.স.): মুম্বাইয়ের গোরেগাঁও ফিল্ম সিটিতে বৃহস্পতিবার সকাল সকাল চক্ষু ছানাবরা সকলের। চলছে ধারাবাহিকের শুটিং। সেখানে হঠাৎই হাজির চিতাবাঘ।

জানা গিয়েছে মুম্বইয়ের গোরেগাঁও ফিল্ম সিটিতে মারাঠি টিভি ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীনই হুট করে শাবক নিয়ে শুটিং ফ্লোরে ঢুকে আসে চিতাবাঘ। ফ্লোরে তখন হাজির ছিল ২০০ জন লোক। এরপর বনদপ্তরকে খবর দেওয়ায় চিতাবাঘ ও তার শাবককে সরানো হয়। ঘটনায় আতঙ্কিত সকলে। টেলিভিশনের দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় 'গুম হ্যায় কিসি কি প্যায়ার মে' সিরিয়াল।

লেবার এন্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। বৃহস্পতিবার লেবার এন্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, লেবার এন্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।তিনি জানান লেবার এন্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের উদ্যোগে নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় এক হাজার নির্মাণ শ্রমিক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্যে ৫০০ জন শ্রমিককে এইদিন বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। যাতে করে তারা ভালো করে কাজ করতে পারে।

মহরমের মিছিলে শব্দদূষণে সতর্কতা

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : মহরমের মিছিলে প্রতীকী রণডঙ্কা বাজাতে পুলিশের অনুমতি লাগবে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মহরম সংক্রান্ত এক জনস্বার্থ মামলায় বৃস্পতিবার এই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি টিএস শিভজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত বলেছে, শব্দবিধি মেনে প্রতীকী রণডঙ্কা বাজানো হচ্ছে কি না তার উপর নজরদারি করবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।২৯ জুলাই শনিবার মহরম। তার আগেই ড্রাম, গান বাজানোর শব্দমাত্রা বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলার আবেদনকারী গুপ্তা সুলেমান দাবি করেছেন, তাঁর এলাকায় গভীর রাত পর্যন্ত ড্রাম বাজানো হয় মহরমে।সুলেমানের অভিযোগ, পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশ তাঁকে কোর্টের আদেশ নিয়ে আসতে বলেছে। এছাড়া মহরমের আগে থেকে শহরের অনেক জায়গায় সারাদিন ধরে গান বাড়ানো হয়। সমস্যায় পড়ে বাচ্চা ও বয়স্করা। এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ জমা পড়ে।এদিন এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, সকালে ২ ঘণ্টা ও বিকেলে ২ ঘণ্টা বেঁধে দিতে হবে ড্রাম বাজিয়ে মিছিল করার জন্য। তাঁর নির্দেশ, সকাল ৮ টার আগে ও সন্ধ্যা ৭টার পরে ড্রাম বাজানো যাবে না। কোনও ভাবেই শব্দসীমা ৬০ ডেসিবেল ছাড়াতে পারবে না। যে ক্লাব বা যে গোষ্ঠী ড্রাম বাজিয়ে মহরমের মিছিল করতে চায়, তাদের পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। মহরমের দিন পর্যন্ত জারি থাকবে এই নির্দেশিকা।

সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

ব্যর্থতা সরকারের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এতদিন ধরে চুপ থাকার পেছনে মূলত কি রহস্য রয়েছে সেটা প্রশ্ন তুলে তারা। এবং বলেন তাদের সরকার পরিচালনা করার কোন যোগ্যতা নেই। পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাবি জানায়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেত্রী নন্দিতা রিয়াং সহ অন্যান্যরা।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মোট ১২ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছে। যা পূর্বতন সরকারের আমল থেকে দ্বিগুণ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, ২০২৫ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় ১৩৫ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।এদিন শ্রী নাথ আশা ব্যক্ত করেন, এই রোডম্যাপ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা গেলে আগামী দিনে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভব হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

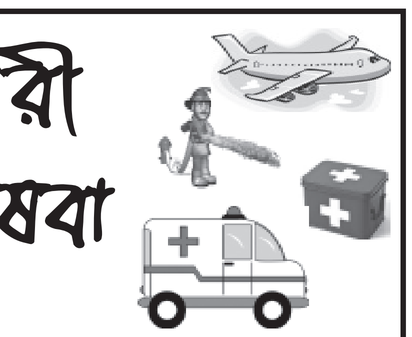

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেডিকেল টিম

● প্রথম পাতার পর

কেন স্বাস্থ্য দপ্তর এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না? এই নিয়েও চাপা ক্ষোভ রয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। তবে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে আরো জানা গেছে ধনপুর কলোনি, ইন্দুরিয়া এলাকায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলটি ঐ সমস্ত এলাকার বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন।

তারা জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন বাড়িতে কোথাও যাতে জল জমে না থাকে, ফুলহাতা শার্ট পড়ার জন্য এবং মশারি অবশ্যই টাঙিয়ে ঘুমাতে হবে। এছাড়া জ্বর বা এই ধরনের উপসর্গ থাকলে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন তারা। মহাকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে ওই সমস্ত আক্রান্ত এলাকায় প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য শিবির এবং প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য এটি একটি ভাইরাল রোগ। এডিস মশা কামড় দিলেই এই রোগ হয়। এই মশা একজনকে কামড়ালে তার শরীরের রক্ত অন্য শরীরে নিয়ে যায়। তাতেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দিনের বেলায় এই মশা কামড়ায় বলে জানালেন চিকিৎসক রা। তবে রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ এবং রক্ত পরীক্ষার কিট রয়েছে। যা রোগ নির্ণয় এবং দ্রুত চিকিৎসা করাতে সাহায্য করছে। যার ফলে ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া হলে তা তা দ্রুত ছড়াতে পারছে না। অনেকেই আবার বলছেন বাংলাদেশে থেকেও এই রোগ ছড়াতে পারে। কারণ বাংলাদেশের খুব কাছে ঐ সমস্ত এলাকা।

ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সূত্রের খবর বর্তমানে হাসপাতালে সাত জন রোগীর চিকিৎসা চলছে। বাকি সাতজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে রক্ত পরীক্ষার জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান ওই এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করছে। যার ফলে ডেঙ্গু সন্দেহ হলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ সিপাহীজলা জেলা এত বড় জেলা হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোন জেলা হাসপাতাল নেই। অবিলম্বে ওই এলাকায় একটি জেলা হাসপাতালের গড়ে তোলার দাবি জানাচ্ছে এলাকাবাসী।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের কারণে রাজ্যের ১২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের কিছুটা স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রক্তদানের আহ্বান জানানোয় স্কুল, কলেজ, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সংস্থাগুলো সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে উৎসবের মেজাজে রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, থ্যালাসিমিয়া, অ্যানিমিয়া এবং অস্ত্রোপচারের জন্য রক্তের প্রয়োজন রয়েছে। তাই ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের যথাযথ মজত থাকলে অনেকটাই সুবিধা হয়। রক্তের গুরুত্ব অপরিসীম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান সম্পর্কে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এই ধরণের রক্তদান শিবির অন্যদেরও রক্তদানে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি বলেন,বর্তমান রাজ্য সরকার চাইছে মানুষকে সাথে নিয়ে মানুষের সমস্যা সমাধানে কাজ করার। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং কর্মচারিদের মধ্যে যে বন্ধন রয়েছে সেই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, রক্তদানের কোন বিকল্প হয় না। সমাজের সমস্ত কাজের মধ্যে রক্তদান অন্যতম। মানবিক ধর্মগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালন হচ্ছে এই রক্তদান। তিনি সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর কর্মচারি সংঘের আহ্বায়ক শ্যামল ঘোষ।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

হীরাছড়া, সোনামুখি ও দেবস্তল এই চারটি চা বাগান রয়েছে। বর্তমানে সবগুলো বাগান বন্ধ হয়ে আছে। চা বাগান গুলো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে 'সানসাইন'- নামে একটি চিটফান্ড কোম্পানি। যার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। গত কয়েক মাস আগে কৈলাসহর কুমারঘাট জাতীয়সড়ক করার জন্যে নটিংছড়া চা বাগানের কিছু জমি ক্রয় করা হয়েছে। সেই জমির টাকা প্রশাসনের তরফে সিল করা ছিল। সেই টাকা রিলিজ করার জন্যে বিধায়ক ভগবান দাস জেলাশাসক অফিসে চিঠি দেন। কারন হিসেবে চা বাগান শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেওয়ার জন্যে। যদিও শ্রমিকরা সেই টাকা পায়নি।এবং সেই টাকা প্রকৃত শ্রমিকদের হাতে তোলে দিতে হবে। এছাড়া কৈলাসহর কুমারঘাট দুই মহকুমাতেই বিদ্যুৎ-এর বেহাল অবস্থা।শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ- স্বাভাবিক করে পানীয়জল, জলসেচের ব্যাবস্থা করা। একইসাথে কুমারঘাটে জনৈক স্বপন সাহা উনার নিজস্ব জমিতে একটি ব্যাঙ্কের শাখা ভাড়া দিয়েছেন।তারজন্যে বিদ্যুৎদপ্তরে একটি ট্রান্সফরমার বসানোর টাকা জমা দিলেও রাজনৈতিক উদেশ্যেপ্রনোদিত ভাবে সেখানে ট্রান্সফরমার বসানো হচ্ছে না। অন্য দাবিগুলোর উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন যে, জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় ছাটাইকৃত মিড ডে মিল, আশাকর্মী,পাম্প অপারেটর,আই সি ডি এস কর্মীদের পুনবহাল করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রত্যেক গৃহহীন পরিবারে ঘরের ব্যাবস্থা, মনু ল্যান্ড কাষ্টমসের বন্ধ কাজ চালু করা,বিমানবন্দর সংস্কার কাজ শেষ করা ও কৈলাসহরে রেল সংযোগ সাপন, জেলা হাসপাতালে জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার চালু করার দাবী জানানো হয় বলেও জানান।

সড়ক অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সামনে গিয়ে স্থানীয়রা দেখতে পায় কাঁটাতারের বেড়া র বেশ কিছু অংশ কাটা রয়েছে। তখনই তারা কর্তব্যরত বি এস এফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলতে শুরু করেন।

বিএসএফ জোয়ানরা সেই সময়ে জোড়া তালি দিয়ে কেটে রাখা কাঁটাতারের বেড়া মেরামতির কাজ চালিয়ে যান। স্থানীয়দের সঙ্গে তখন বিএসএফের জোয়ানদের কিছুটা বাকবিতণ্ডা হয়। বিএসএফের জোয়ানরা নাকি মহিলাদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। এরপর সড়ক অবরোধে বসে তারা। দীর্ঘ সময় এই অবরোধ চলতে থাকলেও প্রশাসনিক আধিকারিক কেউ আসে নি এলাকায়। বর্তমানে এলাকায় টান টান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে আছে।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবৈধ প্লাস্টিক বা পলিথিন বিরোধী অভিযানও চলে তেলিয়ামুড়া বাজারে। অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ পলিথিন। তাছাড়া যে সকল খাবার দোকানে অবৈধভাবে ডোমেস্টিক জ্রঞ্চও সিলিন্ডার ব্যবহার করছে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করে মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকেরা।এদিনের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম অমিত রায় চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক ভট্টু দেববর্মা সহ তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের আধিকারিকেরা।

সীমান্ত এলাকা

● প্রথম পাতার পর

বিএসএফ জওয়ানদের শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জোর দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য গৃহীত কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সৈনিক সম্মেলনের পর তিনি বিওপি ভাগলপুর এবং বিওপি লঙ্কামুড়া পরিদর্শনে গিয়ে জওয়ানদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

বিকেলে তিনি ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। ওই সাক্ষাতে ত্রিপুরার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং এটি কার্যকরভাবে মোকাবেলার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের উদ্যোগে সংস্কার করা হল সাইকেল স্টেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ জুলাই।। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি কাজে অল্প পরিমানে অর্থব্যায়করে অধিক লাভের আশায় বিভিন্ন কাজ নিম্নমানের করাহচ্ছে। এতেকরে কাজের কিছুদিনের মধ্যে নষ্টহয়েপরছে কাজ গুলি। এমনিএকটি কাজ হয়েছিলো শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে। মহকুমা শাসক অফিসের কর্মীদের বাইক ও গাড়ী রাখার জন্য একটি স্টেন্ড নির্মান করাহয়। এই ষ্টেন্ডটি নির্মানের ক্ষেত্রে ঠিকেদার নিম্নমানের কাজ করাতে কিছুদিনের মধ্যে এই ষ্টেন্ডটি ভগ্নদশায় পরিনত হয়। এই বিষয়টি মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুততার সহিত পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এক কথায় বলাচলে অন্যায়কে কোনোপ্রকারের পশ্রয় দেননা মহকুমা শাসক।মহকুমা শাসকের নজরে এই বিষটি আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুততার সহিত পদক্ষেপ গ্রহন করেন। মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য দুরনিতি দমনে কাজকরেযাচ্ছেন। মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্তরে দালাল চক্র কমাতে তিনি হেল্পডেস্ক গঠন করেছেন। এতেকরে সাধারন লোকজন বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। বর্তমানে পরিবহন দপ্তরে দুরনিতির আতুরঘড়ে পরিনত হয়েছে। পরিবহন দপ্তরের কার্যালয়টি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত। তাই সকলে চাইছে পরিবহন দপ্তরে দুরনিতি কমাতে সাধারন লোকজনদের সাহায্যার্থে যেন মহকুমা শাসক পদক্ষেপ গ্রহন করেন। গাড়ীর কাগজপত্র থেকে শুরু করে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানে যেন সচ্ছতা বজায় রাখাহয় তার জন্য মহকুমাশাসক যেন পদক্ষেপ গ্রহনকরে তা চাইছে সকলে।

জলের দাবিতে অন্ডালে ইসিএলের পরিবহন আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুর্গাপুর, ২৭ জুলাই (হি. স.) গ্রীষ্মের শুরু থেকে পানীয় জলের আকাল। অভিযোগ কোলিয়ারীর জেরে ভুগর্ভস্ত জলস্তর নীচে নামছে। আর তাই পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে ইসিএলের পরিবহন আটকে বিক্ষোভ দেখাল গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল খান্দরা পঞ্চায়েতের সিদুলির শান্তিনগর এলাকায়।

ঘটনায় জানা গেছে, অন্ডাল ব্লকের খান্দরা পঞ্চায়েতের সিদুলির শান্তিনগর, মিয়াপাড়া, মাঝিপাড়া, চার নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি এলাকায় দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সংকট। স্থানীয়রা বাসিন্দারা জানান,' কোলিয়ারী এলাকা হওয়ায় এখানকার ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের স্তর অনেক নিচে নামছে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই পুকুর, জলাশয়,কুয়োতে জল থাকে না। পঞ্চায়েত ও ইসিএল এর পক্ষ থেকে এলাকায় ট্যাঙ্কারে করে জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু সরবরাহ করা জল পর্যাপ্ত নয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দফতরের জানানো সত্বেও সুরাহা হয়নি।' আর তার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার শান্তিনগর এলাকায় ইসিএল এর পরিবহন আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিদুলি কোলিয়ারির এক আধিকারিক। অবরোধকারীদের পর্যাপ্ত জল সরবরহের দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ উঠে যায়।

উলুবেড়িয়ায় সিপিএম প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল মামলায় তিন অফিসারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ বিচারপতির

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোট উলুবেড়িয়ায় সিপিএম প্রার্থী কাশ্মীরা বিবি খাতুনের মনোনয়নপত্র ষড়যন্ত্র করে বিকৃত করা হয়েছে। বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে তাঁর রিপোর্টে এমনটাই জানিয়ে বলেন, বিডিও এবং এসডিও-ও ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন।ওই চক্রে যুক্ত অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের এক অফিসারও। বিচারপতি দে ওই তিন অফিসারকেই সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে ওই সুপারিশে। পাশাপাশি তিন জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই বিচারপতি তাঁর রিপোর্ট বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে পেশ করেন। এই রিপোর্টের ফলে আদালতে জোর ধাক্কা খেল শাসকদল তৃণমূল এবং হাওড়া জেলা প্রশাসন।উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনে উলুবেড়িয়া-১ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম প্রার্থী কাশ্মীরে বিবি এবং ওমজা বিবির মনোনয়নপত্র বিকৃত করার অভিযোগ ওঠে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে।কাগজপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও স্ক্রুটিনির পর তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। অভিযোগ, দুজনেরই ওবিসি সার্টিফিকেট ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করা হয়েছে। ভোটের আগেই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিনহা ওই বেনিয়মের জন্য সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকার সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে জানায়, বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে-র নেতৃত্বে ওই ঘটনার অনুসন্ধান করে প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বের করতে হবে।এর আগে, দুই প্রার্থীই এসডিওকেও গোটা বিষয়টি জনিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও পদক্ষেপ না করে আবেদনকারীকে নথি জমা দিতে বলেন। তাঁদের হয়ে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য সমস্ত নথি আদালতে পেশ করে বলেন, গোটা ঘটনাটি একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। পরিকল্পিত ভাবে মনোনয়নপত্র ওবিসি সার্টিফিকেট বিকৃত করা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশমতোই বিচারপতি দে অনুসন্ধান করে সুপারিশ সহ রিপোর্ট জমা দেন আদালতে। বিচারপতি দে-র পর্যবেক্ষণ, কাশ্মীরার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী লুৎফর বেগমের ওবিসি সার্টিফিকেট জাল।

ধর্ষণের অভিযোগ মামলায় পুলিশের আচরণে বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : কলকাতার গল্ফগ্রিনে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ মামলায় পুলিশের আচরণে বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার আদালতে এই মামলার শুনানি ছিল।গল্ফগ্রিন থানার পুলিশ আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে এদিন আদালতে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। শুনানির সময় সরকারি আইনজীবীর উদ্দেশে বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, ''নির্যাতিতাকে সাত বার ফোন করেছেন তদন্তকারী অফিসার। অথচ এখনও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৪ ও ১৬১ ধারায় নির্যাতিতার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়নি।''জবাবে রাজ্যের আইনজীবী বলেন, ''সেদিন মহিলা অফিসার ব্যস্ত থাকায় ওই অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এফআইআর লেখার সময় সেখানে মহিলা কনস্টেবল ছিলেন। এখন নতুন মহিলা তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।'' বিচারপতি বলেন, এমন ক্ষেত্রে পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনে তদন্ত চালাতে হবে।''মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ''শারীরিক নির্যাতনের শিকার তরুণীর অভিযোগের তদন্তে পুরুষ অফিসার। তিনি বারেবারে ফোন করছেন তরুণীকে। (বহুবার মোবাইল থেকে কল করার তালিকা তুলে দেওয়া হয় আদালতে)। তবে এখনও গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়নি।''

আদালতে এই ধর্ষণ মামলার শুনানি পর ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি। সরকারি আইনজীবী বৃহস্পতিবার শুনানি না করে বুধবারই কোনও নির্দেশ দিতে বারবাড্র দাবি করায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি। প্রথমে বুধবার দুপুরে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়।শুনানির সময় পুলিশি আচরণ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, ''ওই অফিসার বারে বারে ওই নির্যাতিতাকে ফোন করুক সেটা চাইছেন? এমন একটা স্পর্শকাতর বিষয়। এটা গুরুতর অভিযোগ। সেখানে এই নির্দেশ না দিলে আপনাদের পুলিশের বিরুদ্ধেই আরও অভিযোগ ওঠার সুযোগ থাকবে।'' বুধবার আদালত নির্দেশ দেয়, বৃহস্পতিবারের শুনানি না হওয়া অবধি ওই অফিসার ওই তরুণীকে আর ফোন করবেন না। তাকে থানায় ডাকবেন না। বৃহস্পতিবার সকালে ওই তদন্ত কারি অফিসারকে কেস ডাইরি সহ হাজির হতে হবে আদালতে। ওই তরুণী ও তার পরিবারের নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশকে। যদিও পুলিশ মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে।

রাশিয়ার ৩৬টি ক্রুজ মিসাইল ভূপাতিত করার দাবি ইউক্রেনের

কিয়েভ, ২৭ জুলাই (হি.স.) : ইউক্রেনের বিমানবাহিনী বুধবার দাবি করেছে, তারা রাশিয়ার ছোড়া ৩৬টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। বিমান বাহিনীর অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইকোলা ওলেশচুক বলেন, ২৬ জুলাই শত্রুপক্ষের ৩৬টি ক্রুজ মিসাইল ধ্বংস করা হয়েছে। তবে হামলার সময় রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছিল কি না তা নির্দিষ্ট করেননি ওই ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা।বিমান বাহিনীর মতে, হামলার প্রথম দিকে ইউক্রেনীয় বাহিনী তিনটি কালিব্র ক্ষেপণাস্ত্র এবং সন্ধ্যায় ৩৩টি এক্স-১০১ ও এক্স-৫৫৫ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে। বাহিনীটি বলছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম ইউক্রেনের দিকে আসা আটটি টিউ-৯৫ বোমারু বিমান ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করে।বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিম ইউক্রেনের খমেলনিৎস্কি অঞ্চলকে লক্ষ্য করে আরেকটি রাশিয়ান হামলার কথা উল্লেখ করে বিমান বাহিনী। অঞ্চলটি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার মস্কোর লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।বিমান বাহিনী বলেছে, হামলায় মিগ-৩১ দিয়ে চারটি হাইপারসনিক কিঞ্জল ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি আটকানো বিশেষভাবে কঠিন ছিল।ইউক্রেনের ডিনিপ্রো সেন্ট্রাল অঞ্চলের গভর্নর টেলিগ্রামে বলেছেন, রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের কারণে আগুন লেগেছিল। তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ছাড়াই এটি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল।ইউক্রেনের প্রসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, রাশিয়ার বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার জন্য বিমান বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনের আকাশ ব্যবস্থাকে যারা রক্ষা করছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য, গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের ঘোষণা দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

ফরাক্কা এনটিপিসি পাওয়ার প্ল্যান্টে শাটডাউনের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

ফরাক্কা, ২৭ জুলাই (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা এনটিপিসি পাওয়ার প্ল্যান্টে শাটডাউনের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল বর্ধমানের এক ঠিকা শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে।একটি বেসরকারি সংস্থা ফরাক্কার এনটিপিসি'র পাওয়ার প্ল্যান্টে টারবাইনে শাটডাউনের কাজ পায়। সেই সংস্থা কয়েকজনকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। সেখানেই কাজ করছিলেন ওই ঠিকা শ্রমিক। জানা গিয়েছে, কাজের সময় আপার হেড ক্রেনের একটি হুক খুলে শ্রমিকের ওপর এসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আসেন এনটিপিসি'র অধিকারিকরা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

১৫ জন বিজেপি সদস্যের গ্রেফতারিতে রক্ষাকবচ আদালতের

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে একটি পঞ্চায়েতের নবনিযুক্ত ১৫ জন বিজেপি সদস্যকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।আগামী সোমবার পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতারির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ওই সদস্যদের দাবি, এখনও পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে ১৮ টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। বিজেপি যাতে ওই পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করতে না পারে, তার জন্যই ভুয়ো মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আদালতে রাজ্য সরকারের পাল্টা দাবি, ওই বিজেপির সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতীও রয়েছে।বিজেপির অভিযোগ, পঞ্চায়েতে জিতেও ওই সদস্যরা বোর্ড গঠন করতে পারছেন না। নানা মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে তাঁদের হেনস্তা করা হচ্ছে। বুধবার এমনই অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নন্দীগ্রামের ওই পঞ্চায়েতের জয়ী বিজেপির সদস্যরা। এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি সেনগুপ্ত রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চান , এঁরা কি সবাই জয়ী প্রার্থী? উত্তরে ওই আইনজীবী বলেন, তাঁরা বিজেপি করেন বলে জানি, কিন্তু জয়ী সদস্য কি না বলতে পারব না। বিচারপতি বলেন, সেকি? বিজেপি করেন বলে জানেন, অথচ জয়ী কি না জানেন না? এরপর বিচারপতি সোমবার পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতারীর উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেন। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার।

করিমগঞ্জের মাইজগ্রামে উদ্ধার লাশ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জের মাইজগ্রাম গল্লারখিল এলাকার এক জলাশয় থেকে স্থানীয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে। উদ্ধারকৃত লাশকে গল্লারখিল গ্রামের জনৈক কনক তাপাদার বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাতে বাড়ি ফেরেননি কনক। আজ সকালে বাড়ির পাশে ওই জলাশয়ে মৃতদেহ দেখেন পথচারীরা। খবর দেওয়া হয় লঙ্গাই থানায়। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে তাঁকে গল্লারখিলের কনক তাপাদার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক জানান, স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাংরা লাশটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছেন। কনক তাপাদারের কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, সে সম্পর্কে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর জানা যাবে। ইত্যবসরে তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন, জানান পুলিশ অফিসার।

াঙ্গন

F1(1- 2)-SE/Samagra/E st IRCMT/STF/2019(L)
Dt 27-07-2023

NOTIFICATION

On the basis of marks obtained by the candidates in the recruitment process for the contractual posts of f Cluster Resource Person (CRP) under Samagra Shiksha Tripura~ provisional list of candidates as perment order of marks may be accessed from the website http /Avww samagrashikshatripura com

ICA/D-669/23

[Chandni Chandran, IAS]
SPD, Samagra Shiksha

নাইন বুলেটসে বিধ্বস্ত মৌচাক হ্যাটট্রিক সহ তুলুঙ্গার চার গোল

নাইন বুলেটস: ৭ মৌচাক ক্লাব: ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। লাল রিন তুলুঙ্গার হ্যাট্রিক সহ চার গোল। দুর্দান্ত জয় নাইন বুলেটস-এর। এই জয়ের সুবাদে একদিকে যেমন নাইন বুলেটস অপরাজেয়র দ্বারা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে।অপরদিকে পয়েন্ট তালিকায়ও তারা এককভাবে শীর্ষে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের ২২ তম ম্যাচে আজ নাইন বুলেটস ৭-১ গোলের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে পরাজিত করে অপরাজেয়র ধারা অটুট রেখেছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে দিনের একমাত্র খেলায় নাইন বুলেটস ক্লাব ৭-১ গোলে মৌচাককে একপ্রকার বিধ্বস্ত করে তুলেছে। খেলার প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। ২৫ মিনিটের মাথায় জোসেফ লালমুন পুনিয়ার প্রথম গোল। দ্বিতীয়ার্ধের নয় মিনিটের মাথায় জোসেফের দ্বিতীয় গোলে নাইন বুলেটস এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। এবার গোলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় লাল রিন তুলুঙ্গা। ১৮ মিনিটের মধ্যে একে একে লাল রিন পরপর চারটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে ৬-০ করে নেয়। পক্ষান্তরে মৌচাক গোল পরিশোধ করে ব্যবধান কমানোর হাজারো চেষ্টা করেও কার্যত সফল হয়নি। উপরন্ত ৮৭ মিনিটের মাথায় শান্তাজয় রিয়াং আরও একটি গোল করলে ব্যবধান একেবারে ৭-০ হয়ে যায়। তবে অন্তিম মুহূর্তে নাইন বুলেটস-এর ছেলেরা একটু রিলাক্স মুডে খেললে মৌচাকের অ্যারোন রিয়াং ইনজুরি টাইমে একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ১-৭ করে নেয়। প্রথমার্ধের খেলায় দু দলের তিন জনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দাস , পল্লব চক্রবর্তী। দিনের খেলা: কল্যাণ সমিতি বনাম ব্লাডমাউথ ক্লাব, বিকেল ৪:০০ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
নাইন বুলেটস	৬	৫	১	০	২৩-৪	১৬
ব্লাডমাউথ	৫	৪	১	০	১৩-২	১৩
কল্যাণ সমিতি	৫	৪	০	১	১০-৮	১২
পুলিশ	৬	২	১	৩	৫-৯	৭
মৌচাক	৭	২	০	৫	১১-১৭	৬
ভারতরত্ন	৫	১	২	২	৩-৬	৫
স্পোর্টস স্কুল	৫	১	১	৩	৭-১১	৪
নবোদয়	৫	০	০	১	৪-১৯	০

NOTIFICATION

WHEREAS, The Additional Secretary to the Government of Tripura, Department of Tourism vide Notification No.F. 1(4)-TT/TSM/SOC/ 2022/4575-85 dated-18/07/2023 has conveyed the approval of the Government of Tripura for implementation of Weekend Tourist Hub on every Saturday and Sunday in the front gate of Ujjayanta Palace, Agartala from 4:00 PM to 9:00 PM during summer and 3:00 PM to 8:00 PM during winter:

AND

WHEREAS, as per the said Notification the District Magistrate and Collector, West Tripura shall notify and enforce "No Vehicle Zone" in the area from Sherowali Sweet Corner to Rabindra Satabarshiki Bhawan Chowmuhani (New KFC Shop) and Jackson Gate Traffic point on every Saturday _gand Sunday from 4:00 PM to 9:00 PM during Summer and 3:00 PM to 8:00 PM during Winter;

AND

WHEREAS, I, Debapriya Bafdhan, IAS, District Magistrate, West Tripura District am satisfied that declaration of "No Vehicle Zone" in respect of the said area on every Saturday and Sunday from 4:00 PM to 9:00 PM during Summer and 3:00 PM to 8:00 PM during Winter is necessary in the interest of public safety; i

Now, THEREFORE, in exercise of power conferred upon me under Section 115 and 116 of Motor Vehicle Act,1988, I do hereby declare the following area as "No Vehicle Zone" on every Saturday and Sunday from 4:00 PM to 9:00 PM during Summer and 3:00 PM to 8:00 PM during Winter for the interest of public safety.

Description of the Area

From Sherowali Sweet 'Corner to Rabindra Satabarshiki Bhawan Chowmuhani (New KFC Shop) and Jackson Gate Traffic point

Take notice that the Superintendent of Police (Traffic), Tripura and the Municipal Commissioner, Agartala Municipal Corporation shall enforce this order.

The restrictions shall remain in force w.e.f 29/07/2023.

ICA/D-663/23

(Debapriya Bardh
District Niagistento
West Tripura District

চারিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কাবাডি প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। চ্যাম্পিয়ন হলো সেভেন স্টার (চারিপাড়া) এবং ওমেন পাওয়ার।

'৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ক্রান্তি বীরো কে নাম' আয়োজিত চারিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক কাবাডি প্রতিযোগিতায়। বৃহস্পতিবার চারিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত মাঠে হয় আসর।

তাতে বালক বিভাগে ৬ দল এবং বালিকা বিভাগে ২ দল অংশ নেয়। সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিলেন গাঁও প্রধান মেনকা দাস, উপ প্লধান সুব্রত রায়, পঞ্চায়েত সচিব বিমল সরকার প্রমুখ।

আসরে বালক বিভাগে চারিপাড়া সেভেন স্টার পরাজিত করে চারিপাড়ারই পল্লাল পাড়াকে। বালিকা বিবাগে ওমেন পাওয়ার দল পরাজিত করে ওমেন ইউনিয়ন দলকে।

খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আসরকে ঘিরে ব্যাপর উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। আসর পরিচালনা করেন রাজ্য কাবাডি সংস্থার কোচ-রা। আগামীদিনে বেলাবর পঞ্চায়েতে হবে আসর বলে জানা গেছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in **Two Bid System** is hereby invited from Manufacturer/ Authorized suppliers and distributors for the Supply of Fishery inputs – **Fish feed Floating Pellet** to the Amarpur Sub- Division of the State of Tripura for implementation of different pisciculture scheme during 2023-24, meeting the pre-qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt.of India and which can be traced up to the chain of trust to the Root Certificate of CCA.

Estimated quantity (in MT.)	Estimated Tender Value (Rs.)	Critical Date & Time	
28.0 MT	9.296 Lakh	Tender e-Publication date	27.07.2023 from 13.00 Hours
		Document download start date	28.07.2023 from 12.00 Hours
		Clarification Start date	28.07.2023 from 15.00 Hours
		Clarification end date	06.08.2023 at 15.00 Hours
		Pre Bid Meeting	07.08.2023 at 11.00 Hours
		Bid Submission start date	08.08.2023 from 11.00 Hours
		Document download end date	17.08.2023 at 15.00 Hours
		Bid Submission end date	17.08.2023 at 15.00 Hours
		Tender Opening Date	18.08.2023 at 12.00 Hours

- All the above-mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in.
- The bid documents, terms & conditions, instructions to bidder and other details related to e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in.
- All future modification/Corrigendum/Addendum, if any will be published only on the above website.
- Intending bidders can participate on the bidding through online e-procurement website https://tripuratenders.gov.in only.

Sd/-
(Ajoy Das)
Supdt. of Fisheries
Amarpur Sub Division

ICA/C-1609/23

শান্তিরবাজারে প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।।উদ্বোধনী ম্যাচে ব্লেক প্যানথার খেলবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে। ১ আগস্ট হবে ম্যাচটি। ডি বি সি স্মৃতি নকআউট প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে। আসরে অংশ নিয়েছে ১৬ টি দল: ব্লেক পানথের, ইউনাটেড ফ্রেন্ডস, বগাফা এফ সি, পতিছড়ি ও এফ সি,তৈরদমা, কন্টাক্টর অ্যাসোসিয়েশন, সাসথান মনু, সাউথ তাকমা এফ সি, লক্ষ্মী ছড়া, ইয়াকসোমা পাড়া, নিউ তুইকর্ম এফ সি, আচিক এফ সি, হালথাই কিটিং, জে সি বি সাউথ, দেবিপুর জুনিয়র এবং এন টি। ১০ আগস্ট থেকে শুরু হবে আসরের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ১৭ ও ১৮ আগস্ট দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে। ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। আসরের চ্যাম্পিয়মন ও রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পারে ৩৫ এবং ২৫ হাজার টাকা। উদ্যোক্তা কমিটির সচিব সুজন মিত্র এখবর জানান। তিনি বলেন, আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে শান্তিরবাজার মাঠকে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE/AGRI/N/2023-24

Sl No	e-DNIT No	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)
1	10/EE/AGRI/N/2023-24	9,02,823/-	18,056/-

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15.00 Hrs on 11/08/2023 and time amdedate of opening of bid at 15.30 Hrs on 11/08/2023 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Notes: For more details, please kindh visit: tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1606/23

Er. Dhananjoy Jamatia
Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

প্রতি কার্ডে জরিমানা, অভিনব উদ্যোগ পেচারথল ফুটবলে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।।অভিনব উদ্যোগ। কার্ড দেখলেই আর্থিক জিরমানা। পেচারথলের নবীনছড়ার জম্মু ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাইন-এ -সাইড ফুটবল ম্যাচে। ম্যাচ চলাকালিন কোনও ফুটবলার হলুদ কার্ড দেখলে ওই দলকে ১০০ টাকা জরিমানা এবং লাল কার্ড দেখলে ওই দলকে ২০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। মূলত: ফেয়ার ফুটবলের লক্ষ্যেই ওই অভিনব উদ্যোগ। শুক্রবার থেকে নবীনছড়া স্কুল মাঠে শুরু হচ্ছে আসর।

তাতে অংশ নিয়েছে ১২ দল। প্রথম রাউন্ডে পরাজিত ৬ দলের মধ্যে যে দুই দল বেশী গোল করতে পারবে সেঅ দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। আজ উদ্বোধনী ম্যাচে ফোডন্তি এফ সি খেলবে জম্মু এফ সি-র বিরুদ্ধে। আসরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ২০০০০ এবং ১০০৫০ টাকা। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষে জানানো হয়েছে, আসরকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্যই ওই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER (NIT) FOR INSTALLATION OF RO PURIFIER (RO+UV+TDS CONTROLER) & WATER CHILLER

On behalf of Governor of Tripura, the undersigned re-invites sealed rate quotations in the plain paper from the interested, experienced and registered Bidders/Vender/SHGs for installation of RO Purifier (RO+UV+TDS Controller) & water chiller (capacity not less than 150 ltrs.) under MPLADS Scheme, Bamutia RD Block during 2023-24 Financial Year. The sealed quotations should be dropped to the Tender box in the chamber of the Block Development Officer, Bamutia R.D. Block by 03/08/2023 during office hours up to 4 pm except holidays. The tender box will be opened on same day i.e. 03/08/2023 at 4.15pm in the chamber of the undersigned, if possible.

Note : For more details and others, please visit the 0/0 the BDO, Bamutia R.D. Block, Tebaria Bamutia , West Tripura District.

ICA/C-1603/23

(Saptaparni Majumder, TCS)
Block Development Officer
Bamutia R.D. Block : West Tripura

আবারো লঙ্ঘিত টিসিএ-র সংবিধান স্পেশাল মিটিং ডাকা নিয়ে প্রশ্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। আবারও লংঘিত হলো টিসিএ-র সংবিধান। এবার তপন লোধের নেতৃত্বে টিসিএ অফিস দখলকারীরা আগামী দুই আগস্ট ডাকলো এক স্পেশাল জেনারেল মিটিং। সংবিধান মোতাবেক এই মিটিং ডাকার একমাত্র অধিকার রয়েছে সচিবের। মিটিং ডাকলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব জয়ন্ত দে। টিসিএর সংবিধানে দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব এই মিটিং ডাকতেই পারেন না। স্পেশাল জেনারেল বডির মিটিং ডাকার অধিকার রয়েছে একমাত্র সচিবের।একই সঙ্গে এই চিঠিতে ২০ জুলাই হওয়া মিটিংয়ের সিধান্ত জানানো হলো ২৭ জুলাই। এত দেরিতে কেন প্রকাশ করা হলো এই সিদ্ধান্ত গুলো।এই চিঠিকে ঘিরে এখন উঠছে আবার ও বহু প্রশ্ন। এক কথায়, আবারও সংবিধান লঙ্ঘনের কারণে আইনি বেড়াজাল ক্রমশ বাড়ছে বলা যেতে পারে। টিসিএ-র পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আখেরে লোকসান রাজ্য ক্রিকেটের।

GOVT. OF TRIPURA
WOMEN'S POLYTECHNIC

Notice for 1st Year fresh admission as well as Re-admission

Students got selected for admission into the Women's Polytechnic, Hapania through DEEET-2023 in the 1" round of Counselling process are directed to present in the Women's Polytechnic, Hapania Campus with requisite fees and other testimonials as directed by the Central Selection Committee and get themselves admitted within 3th 4th and 5™ August 2023 from 11:00 a.m. to 3 p.m. positively without fail.

No excuse would be granted after the stipulated period as mentioned above under no circumstances.

AND

Students got Year Back in their previous Odd Semester Diploma Engineering Examinations are also directed to Re-admit themselves within 10" August 2023 positively with a prayer addressed to the undersigned and requisite Re-admission fee etc.

For fee details & Admission form students are advised to go through the Institute website www.wptripura.nic.in .

Sd\- illegible
Principal
Women's Polytechnic
Hapania, Tripura (W)

ICA/D-666/23

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited for (i) Supply of Packet Lunch (Ref. NIQ No.F.6 (47/DBT/ 21/P-I/2709 Dated: 25/07/2023), for the office of the undersigned in connection with the Bio-village Projects.

For detail of the quotations please visit the website of Directorate of Biotechnology, Tripura. {www.dbttripura.nic.in)

ICA/C-1599/23

(A.Sengupta)
Joint Director & HoO
Directorate of Biotechnology
Government of Tripura

Press Notice Inviting e -tender NO. 03/ EE/NH-DIV/ PWD (NH)/KGT/2023-24 Dt. 24/07/2023

The Executive Engineer, PWD(NH), NH Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 15.00Hrs. on **14.08.2023** for the following work:

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIT No: 67/SE/PWD(NH)/NH Circle/2022-23	₹1,21,87,957.00	₹2,43,242.00	180 (One hundred eighty)days
2	DNIT No: 68/SE/PWD(NH)/NH Circle/2022-23	₹70,49,682.00	₹1,40,994.00	180 (One hundred eighty)days
3	DNIT No: 69/SE/PWD(NH)/NH Circle/2022-23	₹69,26,158.00	₹1,38,523.00	180 (One hundred eighty)days

The last date and time for documents downloading and bidding is on **14.08.2023 up to 3:00PM**. The bids will be opened on **14.08.2023 at 4:00 PM**, if possible.

For details please visit: https://tripuratenders.gov.in

NB:- i) Publication for 4(four) Nos. Local leading Newspapers published daily.

(Er. Debasis Das)
Executive Engineer
NH Division, PWD(NH)
Kumarghat, Unakoti, Tripura

ICA/C-1596/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

পুর কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন মেয়েদের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জুলাই।। মেয়েরা আজ আর পিছিয়ে নেই। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন মেয়েদের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে মহাকাশ বি'ানী সর্বত্রই মেয়েদের জয়জয়কার। মেয়েদের সার্বিক বিকাশে কিশোরী উৎকর্ষ ম'ের সূচনা হয়েছে। আজ গোমতী জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের উদ্যোগে উদয়পুর রাজর্ষি হলে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষ ম'ের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, মেয়েরা এখন যোগ্যতার সাথে দেশ পরিচালনার কাজেও অংশগ্রহণ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে ২০১৬ সাল থেকে কিশোরী উৎকর্ষ ম'ের যাত্রা শুরু হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সেই দিশাতে কাজ করছেন। রাজ্যের সরকারি কলেজগুলিতে মেয়েদের বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এবারের বাজেটে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০০ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুমিত লোধ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের ওএসডি ঝুমা দেব। সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক জৈন ভিক্টর রিয়াং। অনুষ্ঠানে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আইএএস শ্রেষ্ঠা শ্রী ও সমাজসেবিকা শর্মিষ্ঠা চৌধুরী তাদের অভি'তার কথা তুলে ধরেন। তাছাড়াও এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌমিতা পাল, গর্জনমুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী স্বর্ণালী মজমদার, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী অনামিকা ভৌমিক এবং অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্রী সঙ্গীতা রায়কে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আইনজীবী ও মুহুরীদের ভীড় ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আইনজীবী মুহুরীর ভীড়। সংশোধনাগারের কর্তৃপক্ষ প্রণামী পেয়ে চুপ। অদ্ভুত কান্ডকারখানা চলছে সংশোধনাগারে। উঠছে নানা প্রশ্ন। বেশ কয়েকমাস পূর্বে আগরতলা বার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আদালত চত্বরে অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য পুলিশ লকআপে যে কোন আসামির ওকালাত নামায় স্বাক্ষর করার জন্য আসামির আইকার্ড আধারকার্ড বা যেকোন নথি জমা দেওয়ায় বাধ্যতামূলক করা হয়। যার ফলে বহু আইনজীবী ও মুহুরীর হৃদস্পন্দন থেমে যায়। বিশেষ করে এনডিপিএস মামলায় বহিরাজ্যের আসামির আইকার্ড বা আধারকার্ড সংগ্রহে সমস্যায় পড়ে যায় কিছু আইনজীবী ও মুহুরী। তাছাড়া অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশীদের কোন নথি না থাকার দরুন ওকালাতনামায় স্বাক্ষর করাতে পারছেন না কিছু আইনজীবী ও মুহুরী। তাই তারা বাধ্য হয়ে এখন নিশানা করে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। প্রায় প্রতিদিন একাংশ মুহুরী ও আইনজীবী ভীড় জমায় সংশোধনাগারে। অভিযোগ তাতে লাভবান সংশোধনাগারের কর্তৃপক্ষ। আইনজীবী ও মুহুরীদের একাংশ জেল পুলিশকে যৎসামান্য প্রণামী দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো যেকোন মামলার আসামীদের সাথে কথা বলে ওকালাত নামায় স্বাক্ষর করে আদালতে হাজির করে। সংশোধনাগারে আসামিরা ওকালাত নামায় স্বাক্ষর করার কোন নিয়মনীতি নেই। যার ফলে অন্য আইনজীবীদের মামলা একাংশ আইনজীবী ও মুহুরী আসামীদের ফুসলিয়ে তাদের ওকালাত নামায় স্বাক্ষর করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। তাতে বার এসোসিয়েশনের অন্যান্য আইনজীবীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। এখন প্রশ্ন হল, আসামিদের ওকালাত নামায় স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে পুলিশ কোর্টে নিয়ম থাকলে সংশোধনাগারের ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম হবে কেন? মাসের মধ্যে কতবার আইনজীবী বা মুহুরীরা সংশোধনাগার ভিজিট করছে তার কি কোন হিসেব আছে কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রয়োজনে আইনজীবী বা মুহুরীরা সংশোধনাগারে মাসে দুই তিনবার ভিজিট করতেই পারেন। তাই বলে সপ্তাহে চার পাঁচ দিন ভিজিট করবে নির্দিষ্ট কয়েকজন আইনজীবী ও মুহুরী? সংশোধনাগারের কর্তৃপক্ষও কি করে অনুমতি দিচ্ছেন। অনেকের অভিমত সংশোধনাগারের রেজেস্ট্রি খাতা ও সিসি টিভি ফুটেজ দেখলেই কোন কোন আইনজীবী ও মুহুরী সপ্তাহে চার পাঁচ দিন সংশোধনাগার ভিজিট করে অন্য আইনজীবীদের মামলার আসামিদের ফুসলিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা জলের মতো পরিস্কার হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সংশোধনাগারের মন্ত্রী বা আগরতলা বার এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ কি ভূমিকা নেয় সেদিকে নজর আইনজীবীদের।

ভারতে এআই প্রযুক্তি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজের প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ভারতের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) টেকনোলজি গত এক বছর ধরে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আজ সংসদে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন ভারতের ডিজিটাল অর্থ ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গতি আনবে। যার অধিক ক্ষমতা এখন দেশজুড়ে বিস্তার লাভ করছে। ভারতবর্ষের ১.৪ বিলিয়ন মানুষ এই ডিজিটাল পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও এ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেশের নতুন মাত্রা এনে দেবে বলে তার বিশ্বাস। দেশের সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করছে।

কংগ্রেস নেতা দুলাল দাস প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। প্রয়াত হলেন কংগ্রেস নেতা দুলাল দাস। বৃহস্পতিবার বিকালে কের চৌমুহন নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়িতে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব। ফুল মালা দিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরে তাঁর মৃতদেহ আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনী কংগ্রেস ভবনেও নিয়ে আসা হয়। এখানেও কংগ্রেস নেতাকর্মীরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। হঠাৎই স্ট্রোকে মারা যান তিনি। উল্লেখ্য ত্রিপুরায় এক সময়ে তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন তৃণমূলের প্রদেশ সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন। এরপর যোগ দেন জাতীয় কংগ্রেসে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি জাতীয় কংগ্রেসেই ছিলেন। আজই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ধর্ষণের মামলায় যুবকের সাত বছরের কারাদন্ড

নিজের প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। গতকাল উদয়পুরস্থিত গোমতী জেলা ও দায়রা বিচার এক যুবককে বিভিন্ন মামলায় কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন। সাত বছরের কারাবাস দেয়া হয়েছে ধর্ষণের অভিযোগে। সেই সাথে আরও একাধিক ধারায় তিন বছর করে সাজা রয়েছে। সবগুলি সাজাই চলবে একসাথে। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাজাপ্রাপ্ত আসামীর নাম দোয়াঙ্গা মগ(২০)। বাড়ি শীলাছড়ি থানার অধীন মগপাড়ায়। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আসামী দোয়াঙ্গা মগ এলাকারই একটি বাড়িতে প্রবেশ করে। তখন ওই বাড়িতে জনৈকা মহিলা তার সাত মাসের সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। অভিযুক্ত যুবক ওই মহিলাকে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। তাতে ওই মহিলা আপত্তি জানালে জোরপূর্বক ওই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। এই ব্যাপারে পরবর্তী সময়ে শীলাছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার নম্বর ১১/২০২১। মামলা হয় ৪৫৭/৩৭৬/৩২৫/৫০৬ ধারায়। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। শুরু হয় মামলার বিচার প্রক্রিয়া। বিচারে রায় দেয়া হয় বৃহস্পতিবার। বিচারক ৩৭৬(১) ধারায় সাত বছরের কারদন্ড এবং ৫০৬, ৪৫৭ ও ৩২৫ ধারায় তিন বছর করে সাজা ঘোষণা করেন।

বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষর মর্যাদার দাবীতে আগরতলায় ধর্না বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদার দাবিতে পশ্চিম জেলা শাসক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করল বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ। পরে পশ্চিম জেলা শাসক মারফত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার উদ্দেশ্যে সাত দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন প্রতিনিধি দল। উপস্থিত সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দেব জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বাংলাকে ব্রাত্য করে তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, ওড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী আগামীদিনে শিক্ষা পাঠ্যক্রম চালু হলে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, ঝাড়খণ্ড সহ বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে পঞ্চম শ্রেণীর পর চলে যাবে। মাতৃভাষা বাংলায় পঠন পাঠনের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রাদের বিদ্যাচর্চা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সহ কর্মসংস্থানের জন্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মোকাবিলা করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়বে। ফলে আনার্জন থেকে কর্মসংস্থান সবদিক দিয়েই ভবিষ্যতে এদেশে বাঙালীরা বঞ্চনার শিকার হবে।

অথচ বাংলা ভারত তথা বিশ্বের মধুরতম, শ্রেষ্ঠ ও আন্তর্জাতিক ভাষা। যে ভাষায় ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ভারত, বাংলা সহ গোটা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ৪০ কোটি বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। তাই বাংলা ভাষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয়স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরে বাংলার বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। কোর্ট-কাছারী, ব্যাংক, পোষ্ট অফিস, রেল-বিমান পরিষেবা সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রয়োগ করতে হবে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স থেকে কর্মপ্রাপ্তির জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরদানের ব্যবস্থা বাংলার অঞ্চলে বাংলা ভাষায় করতে হবে। আরো দাবি করেন অবিলম্বে বিভিন্ন দপ্তরের সমস্ত শূন্যপদগুলি পূরণ করতে হবে।

ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠক আগস্টে, এবার মুম্বইয়ে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.) : কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এক হয়েছে মোট ২৬ দলের বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। পাটনা, বেঙ্গালুরুর পর এবার মহারাষ্ট্রে বৈঠকে বসতে চলেছে ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠক। তৃতীয় বৈঠকের আয়োজক মূলত এনসিপি ও শিব সেনা। শরদ পওয়ার, উদ্ধব ঠাকরেদের আয়োজনে সম্ভাব্য বৈঠকে অংশ নিতে যাওয়ার সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এছাড়া জোটের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরাও যাবেন মুম্বইয়ে।

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে উৎখাতের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া)। ইতিমধ্যে গত ২ মাসে পাটনা ও বেঙ্গালুরুতে বৈঠক করেছেন নীতীশ কুমার, লালুপ্রসাদ যাদব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিকার্জুন খাড়গে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা। প্রথম বৈঠকটি নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে ছিল পাটনায়। দ্বিতীয় বৈঠক ছিল ১৭ ও ১৮ জুলাই, বেঙ্গালুরুতে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে সেই বৈঠকেই স্থির হয় ইন্ডিয়া নামটি। তাতেই সম্মত হন সকলে। আর নামকরণের পর থেকেই কেন্দ্রের নিশানায় বিরোধী জোট। প্রধানমন্ত্রী থেকে বিজেপি সাংসদরা সকলেই নামটি নিয়ে কটাক্ষ শুরু করেছেন। পরবর্তী পদক্ষেপের লক্ষ্যে ফের মুম্বইয়ে বৈঠকে বসবে বিরোধী জোট। লোকসভা নির্বাচনে রণকৌশল নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা। সূত্রের খবর, আগস্টের ২৫ ও ২৬ তারিখ মুম্বইয়ে এই বৈঠক হবে। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি।

মণিপুর ইস্যুতে পানিসাগরে মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৭ জুলাই।। পানিসাগর মহকুমা অন্তর্গত নোয়াগাং বাজার থেকে সন্ধ্যা সাতটায় এলাকার জনজাতি জনগণ হাতে প্লে কার্ড, মোমবাতি নিয়ে মিছিল অনুষ্ঠিত করে। বিগত কিছুদিন ধরে মনিপুর রাজ্যে যে সকল বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে চলেছে এবং দুজন মহিলাকে যেভাবে নগ্ন করে অত্যাচার করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আজ রাংলং ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নোয়াগাং থেকে বাগবাসা পর্যন্ত জাতীয় সড়কে কাতারে কাতারে মানুষ অর্থাৎ ৮ থেকে ৮০ সবাইকে দেখা যায় রাস্তায়। তাছাড়া মনিপুর রাজ্যের জনগণের সাহায্যার্থে রাংলং ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন অর্থ সংগ্রহ করছে।

দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে পিএম কিষাণ সম্মেলনের ওয়েব কাস্টিং অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৭ জুলাই।। আজ দিব্যোদয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে পিএম কিষান সম্মেলনের ওয়েব ক্যাস্টিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচি ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খোয়াই এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা। উদ্বোধন পর্ব প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের ধারাবাহিকতায় না গিয়ে তুলসী বৃক্ষে জল প্রদানের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। তা দেখে অতিথি থেকে শুরু করে কৃষক ভাই ও বোনেরা উল্লাস ব্যক্ত করেন। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই কৃষি দপ্তরের উপঅধিকর্তা সুপ্রতিম চাকমা, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক শ্রীকান্ত নাথ , খোয়াই জেলার এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি সত্যেন্দ্র দাস, কিষান মোর্চার খোয়াই জেলা সভাপতি অজিত শীল, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্যী, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, খোয়াইয়ের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডঃ মনোজ সিং সাচান প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্যে ডক্টর সাচান বলেন প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের উন্নতির জন্য যে যে প্রকল্প ঘোষণা করেছেন কৃষকরা যাতে তা গ্রহণ করে কৃষি ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন তা কৃষকদের দেখতে হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে জয়দেব দেববর্মা বলেন প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের জন্য বিভিন্ন স্কিম চালু করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কৃষকরা তা প্রতিফলন করতে পারে। তাতেই প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। সুপ্রতিম চাকমা প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন স্কিমের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন খোয়াইতে প্রথম ইনস্টলমেন্টে ২১ হাজার ৫২২ কৃষককে আমি ১৩ তম ইনস্টলমেন্টে ১৬ হাজার ৪৫৯ কৃষকের একাউন্টে টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এলসিডি উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করেন দিব্যোদয়ের মৃত্তিকা বিশেষজ্ঞ ডক্টর দীপঙ্কর দে, উদ্ভিদ ব্যাধি বিভাগের বিশেষজ্ঞ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী। এই সম্মেলনে ১২৪ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন মৃত্তিকা বিশেষজ্ঞ ডক্টর দীপঙ্কর দে।

মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরে বজ্রপাতে ৬ জনের মৃত্যু, ৭ জন আহত

মুম্বই, ২৭ জুলাই (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলায় অবিরাম বৃষ্টির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। টানা বর্ষণসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে ছয়জন নিহত ও সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দগ্ধদের জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্রপুর জেলার চারটি স্থানে বজ্রপাতে পাঁচজন মহিলাসহ ছয়জন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। বুধবার জেলা সদর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে সিন্দেওয়াহি তহসিলের দেলনওয়াদি গ্রামে, ধানক্ষেতে কাজ করা ৪৫ এবং ৪৭ বছর বয়সী দুই মহিলা বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় ৩৩ বছর বয়সী অপর এক মহিলা দগ্ধ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একইভাবে, ব্রহ্মপুরী তহসিলের বেতলা গ্রামে বজ্রপাতে কোরপানা তহসিলের একজন ৩৫ বছর বয়সী মহিলা এবং একজন কৃষক প্রাণ হারিয়েছেন। গন্ডপিপরি তহসিলে বজ্রপাতে ৩৫ বছর বয়সী এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পভূর্ণা তহসিলের ভেলওয়া মাল গ্রামে একটি ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে অন্য একজন মহিলা নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দল এসব ঘটনা পরিদর্শন করছে।

হাইলাকান্দির মহরম কমিটিগুলিকে কিছু শর্তাবলি সহ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় পাঁচটি স্থানে শনিবার বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় মহরম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলিকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।মহরম কমিটিগুলির সঙ্গে সম্প্রতি হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসনের এক বৈঠকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা কমিশনার নিসর্গ হিভারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় স্বেচ্ছাসেবকদের কমিটির কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরিত আইডেন্টিটি কার্ড দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে লাগাতে বলা হয়।। এ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা কম করে তিন দিন আগে স্থানীয় থানায় জমা দিতেও বলেছে প্রশাসন। পাশাপাশি মহরমের অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত মাইক বা লাউডস্পিকারের শব্দের আওয়াজ ৬৫ ডেসিবলের নীচে রাখতে বলা হয়েছে।

শান্তিরবাজারে ষ্টেট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ জুলাই।। শান্তির বাজার ষ্টেট ব্যাঙ্কটি বিগতদিনে এগ্রিকালচার ডেভলাপমেন্ট ব্রাঞ্চ ছিলো যা বর্তমানে উন্নত হয়ে এগ্রি কমারশিয়াল ব্রাঞ্চে পরিনত হয়েছে। এই এগ্রিকমারশিয়াল ব্রাঞ্চের কিকি কাজ তা সম্পর্কে লোকজনদের অবগত করার লক্ষ্যে আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছে। এই অনুষ্ঠানে কৃষকরা কিভাবে নিজেদের উন্নয়ন করতে পারবে তানিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করলেন ব্রাঞ্চম্যানেজার সুব্রত কুমার ঘোষ। তিনি লোকজনদের উদাহরন দেখানোর জন্য পাঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্কথেকে লোনপ্রাপ্ত এক গ্রাহককে আমন্ত্রন জানিয়ে উনার কার্যকলাপ সম্পর্কে জানানদেন। ব্রাঞ্চম্যানেজার কোনো ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের ভেদাভেদ নাদেখে সকলের উন্নয়নে কাজ করেযাচ্ছেন। উনার এই উদার মানসিকতা দেখে সকলে আপ্লুত। তিনি জানান কোনো লোকজন ষ্টেটব্যাঙ্কের গ্রাহক হতে হবে এমন নয় যে যেই ব্যাঙ্কের গ্রাহক হোকনাকেন সকলের উন্নয়ন প্রয়োজন। তার প্রচেষ্টা চালিয়েযাচ্ছেন ব্রাঞ্চম্যানেজার। তিনি সকল কৃষকদের প্রতি আহব্বান করেন সকলে যেন একত্রিত হয়ে কৃষিজ সামগ্রী উৎপাদন করেন। এতেকরে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধহবে ও কৃষকদের আয় দ্বীগুনহবে। তারপাশাপাশি কৃষকদের ব্যায় কমেযাবে। কৃষকদের সার্বিক সহযোগীতায় কাজ করেযাবেন বলে জানান ব্রাঞ্চম্যানেজার সুব্রত কুমার ঘোষ। আজকের এই আলোচনা শেষে কিছু সংখ্যক গ্রাহকদের মধ্যে লোনের অনুমোদন পত্র তুলেদেওয়াহয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দদের ও সংবাদমাধ্যমে ব্যাঙ্কের পক্ষথেকে সংবর্ধনা প্রদান করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর এম অভিষেক সিনহা, সি এম ক্রেডিট ডি এল কে গান্টে, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সুব্রত কুমার ঘোষ, বগাফাব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ধৃতিশেখর রায় সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

কৃষকদের বহুমুখী সুবিধা দিতে নতুন করে চালু হল কৃষক-সম্মান সমৃদ্ধি যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। কৃষকদের বহুমুখী সুবিধা দিতে নতুন করে চালু হল কৃষক-সম্মান সমৃদ্ধি যোজনা। রাজস্থানে এক বিশেষ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার কৃষকদের স্বার্থ বিষয়ক প্রধানমন্ত্রী কৃষক-সম্মান সমৃদ্ধি যোজনার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কৃষকদের বহুমুখী সুবিধা দিতে নতুন করে চালু হওয়া এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে দেশবাসীর সামনে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন এই প্রকল্পে কৃষকদের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে। আর প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা এদিন সরাসরি শুনলেন কিষান মোর্চার নেতাকর্মীরা। ব্যতিক্রম ছিল না ত্রিপুরাও। আগরতলা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে কৃষকদের স্বার্থে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রীর নতুন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সরাসরি শুনলেন রাজ্য নেতৃত্ব। এতে উপস্থিত ছিলেন কিষান মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জহর সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

কৃষকদের স্বার্থ বিষয়ক প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান সমৃদ্ধি যোজনা প্রসঙ্গে এদিন কিষান মোর্চার প্রদেশ সভাপতি শ্রী সাহা বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের কল্যাণে বহুমুখী প্রকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছে। বক্তৃতা ও প্রচারের মধ্য দিয়ে নয়, বাস্তবের মধ্য দাঁড়িয়ে কৃষকরা যাতে আত্মনির্ভর হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নতুন এই প্রকল্প চালু করেছেন। এতে করে দেশের কৃষকরা দারুণভাবেই আগামীদিন উপকৃত হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।